পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা

শ্রীসুকুমার হালদার
প্রণীত

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩২৭

"The heathen perish day by day,
Thousands on thousands pass away;
O Christians, to their rescue fly!
Preach Jesus to them ere they die."

— *Missionary Hymn.*

PUBLISHED BY SANATKUMAR HALDAR
AT SAMLONG FARM, RANCHI.

লেখকের নিবেদন।

বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ম্ম জগতে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে তাহার মূল বাইবল নামক ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে (Old Testament) সৃষ্টি তত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে (New Testament) কেবল যীশু খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁহার জীবনের মাত্র কয়েক বৎসরের কার্য্য বিবরণ এবং তাঁহার প্রচারিত নীতি সম্বন্ধে জানা যায়। Old Testament বর্জ্জন করিলে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে যিহোবা ও তাঁহার ধর্ম্মনীতির এরূপ বিকৃত ভাব দেখা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক চিন্তাশীল খ্রীষ্টান Old Testamentকে উড়াইয়া দিয়া New Testamentকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল ভিত্তিরূপে লইতে চান। কিন্তু Old Testamentএর শিক্ষা খ্রীষ্টানদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সেই পুরাতন নীতিই খ্রীষ্টান জাতিদের পরিচালিত করিতেছে। কর্ম্ম-জীবনে খ্রীষ্টান জাতি যীশুখ্রীষ্টের Sermon on the Mountএর দিক দিয়া ও চলেন না। যদিও সেই মহাত্মা বিশ্ব প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন তথাপি দেখিতে পাই পাশ্চাত্য জাতি অনেক সময়ে হিংসা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছেন। গাছের পরিচয় পাই ফলে। পাশ্চাত্য জাতির এই সব প্রবৃত্তি কি তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ফল নহে? এই পুস্তিকায় প্রসঙ্গ ক্রমে সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় শুনিতে পাইতাম যে ইংলণ্ড ও তাঁহার স্বপক্ষীয় রাজ্য সমূহ নবজাত Self-determination নীতি সংস্থাপন এবং প্রকৃত Democracyর প্রসার কল্পেই জর্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, আত্ম-প্রসারের জন্য নহে। কিন্তু জার্ম্মাণী পরাজিত হইবার

পর সে সব কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন তাঁহারা আত্ম-প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। Versailles নগরের শান্তি-সংজ্ঘ হইতে শান্তি স্থাপন না হইয়া নূতন নূতন বিদ্বেষের সূচনা হইতেছে। সকল আশা ভরসা আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে এখন পাদ্রী মহা প্রভুরা কেবল কতকগুলি নিতান্ত জ্ঞানহীন সাঁওতাল কোল প্রভৃতি বন্য জাতিদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আলোক বিতরণ করিয়া আপনাদের ঠাট্ বজায় রাখিতেছেন। কথাটা খানিকটা সত্য বটে কিন্তু আসলেই ভুল। হিদেনদের উদ্ধার কল্পে পাদ্রী মহা-প্রভুরা ভগ্নোৎসাহ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা নবোদ্যমে নূতন নূতন উপায়ে দলপুষ্টির বিরাট আয়োজন করিতেছেন। যদিও আজকাল অশিক্ষিত লোকেরাই অনেক সময়ে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তথাপি শিক্ষিতদের মধ্যেও কেহ কেহ ফাঁদে প'ড়ে যান। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কয়েকটি বিশেষ মিশন এ দেশে স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন যে আজকাল মিশনারীরা আগেকার মত অপর ধর্ম্মের উপর অযথা তীব্র আক্রমণ করেন না এবং অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে যাহা ভাল দেখিতে পান তাহারও আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাও কতকটা সত্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে গত রুষ জাপান যুদ্ধে দেখা গিয়াছিল যে সম্মুখ যুদ্ধ অত্যন্ত ক্ষতিজনক, সেই জন্য খাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া যুদ্ধ করার নব পন্থা উদ্ভাবিত হইল। উদ্দেশ্য নিজের জয় ও শত্রুপক্ষের ক্ষয়। বরং অধিক সফলতা লাভই যুদ্ধ কৌশল পরিবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইরূপ মিশনারি প্রভুরা যখন দেখিলেন যে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া পরধর্ম্মের উপর সম্মুখ আক্রমণ দ্বারা সুফল হইতেছে না তখন তাঁহারা স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধির জন্য যুদ্ধের চাল বদলাইয়া প্রসন্নমূর্ত্তি

ধরিলেন। সম্প্রতি পঞ্জাবের দুর্ঘটনা লইয়া কতিপয় সহৃদয় মিশনারী মহোদয় দেশীয় লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু সিমলার Archbishop প্রমূখ অধিকাংশ খৃষ্টান যাজকগণ কি বিপরীত দলভুক্ত নহেন? সুসভ্য পাশ্চাত্যে হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ ও অশান্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান। এরূপ অবস্থায় খ্রীষ্টান্দের আত্মম্ভরিতা ও তথাকথিত প্রাধান্য কতদূর যুক্তিসহ তাহাই ইতিহাসের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। আমাদের দেশের জনৈক ঋষিকল্প মনীষী লিখিয়াছেন, "খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ব্রহ্মাস্ত্র আপন সম্প্রদায়ের গুণকীর্ত্তন এবং সেই সঙ্গে অপরাপর সমস্ত সম্প্রদায়ের দোষ সংকীর্ত্তন। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে যদিচ স্পষ্ট বিধান দেওয়া আছে এইরূপ যে, 'আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ' 'আপনার গুণকীর্ত্তন এবং পরের দোষ কীর্ত্তন পরিবর্জ্জন করিবে' কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাদরী সাহেবদিগের সহিত বাদানুবাদকালে আত্মরক্ষার দায়ে পড়িয়া নিতান্ত নির্ব্বিরোধী দেশীয় লোকদিগের পক্ষেও শাস্ত্রের ঐ বিধানটি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে; তাই শুধু নয়, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানটি লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে।"

আমাদের গ্রামের "ডুবিত" (Baptist) মণ্ডলীর সলোমন মণ্ডল মনে করে যে আদালতে বাকি খাজনার মোকদ্দমায় সে যতই মিথ্যা সাক্ষ্য দিউক না কেন তাহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষার কল্যাণে সে যীশুর কোলে স্থান পাইবেই পাইবে, কিন্তু হিদেন জমিদার সিংহবাবুদের কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সদ্যজাত খোকাবাবুটি পর্য্যন্ত এবং গোমস্তা রামময় ঘোষাল প্রভৃতি প্রত্যেক হিন্দুকেই মৃত্যুর পর অনন্ত নরক ভোগ করিতেই হইবে। এই যে নিজধর্ম্মে অহেতুকী আস্থা এবং পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা ইহা কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশিক্ষার ফল নহে? এমনি করে' ধর্ম্মের নামে দিন দিন মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।

বিলাতের *Truth* পত্রিকায় নিম্নলিখিত কবিতাটি কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে খ্রীষ্টানরা মুখে কি বলেন এবং কার্য্যে কি করেন এ সম্বন্ধে একজন নিগ্রোর অভিমত পরিস্ফুট হইয়াছে :—

"You send your missionaries out
To teach us honest dealing ;
They loudly preach to us about
The wickedness of stealing ;
To truth and justice inculcate
Is their diurnal labour ;
And dire, they tell us, is the fate
Of those who rob their neighbour.
Yet while they urge such points as these
In most impressive sermons,
You English, with the Portuguese,
And Dutch and French and Germans,
Agree (regardless of laws
Of Him you call your Maker)
To take our land without just cause
And grab our every acre.
If this be Christianity
Why, all of us agree, then,
You Christians, when a chance you see
Are far, far worse than heathen.
And 'tis, alas, our sorry lot
While listening to your teaching,
To quickly learn you practise not
The creed that you are preaching."

রাঁচি।

৬ই আষাঢ়, ১৩২৭।

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে যে সকল মহানুভব পাদ্রিগণ পাপী মানবের উদ্ধার ব্রত নিয়ে ভারতের উত্তপ্ত প্রান্তরে আসেন এবং এ দেশে এসে ঐ মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁদের কি অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার। তাঁদের ধর্ম্মপুস্তকে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম প্রচার করা একটা বিশেষ পুণ্য কার্য্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েচে একথা সত্য এবং এটাও সত্য যে স্বয়ং যীশু প্রচারকদের বিবিধ রকম দৈবশক্তি প্রাপ্তির আশা দিয়ে বিশেষ রকমে উৎসাহিত করেচেন। * কিন্তু কেবল মধুর ধর্ম্মবাণী শুনে আপন আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটিয়ে ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতীয় লোকের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা কি সামান্য গুণের কথা? নিজ দেশে কত সহস্র আত্মা পাপে ডুবে আছে তাদের দিকে একবার দৃকপাৎ না করে যাঁরা দূরদেশের অধম হিদেন জাতির মুক্তির জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁদের অনেক সময়ে স্বদেশীয়দের কাছে গঞ্জনাভোগ করতে হয় বটে †

* "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptised shall be saved ; but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that belive ; in my name shall they cast out devils ; they shall speak with new tongues ; they shall take up serpents ; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them ; they shall lay hands on the sick, and they shall recover."—Mark xvi, 15—18.

† See Note I.

কিন্তু আমরা তাঁদের প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। এরূপ মহাত্মাদের উপদেশ বিশেষ প্রনিধান করে শোনা আবশ্যক এবং যদি তাঁদের কথা যুক্তি সঙ্গত হয় তাহ'লে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভক্তিমন্ত্রই পাদ্রি সাহেবদের প্রধান সম্বল। তাঁরা প্রকারান্তরে বলেন:—"স্বর্গের প্রকৃত পথের সন্ধান আমরা পেয়েছি, আর কেহ পায়নি। এসো ভক্তিভাবে চোখ বুজে আমাদের পশ্চাদগামী হও; তাহলেই স্বর্গ রাজ্য পাবে, উদ্ধার হয়ে যাবে। নচেৎ, অনন্ত নরক ভোগ ছাড়া তোমাদের গতি নাই"। * কতক লোকে এ কথা সহজেই মেনে নেবে কিন্তু শিক্ষিত লোকে অনেক স্থলে যুক্তি সঙ্গত না হলে ভক্তি-মন্ত্র নিতে অনিচ্ছুক। তাই আজ কাল অশিক্ষিত ও অসভ্য লোকে যত সহজে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করে শিক্ষিত লোকে সেরূপ করে না। ভক্তি-মার্গের গুণগান সকল ধর্ম্মেই করে থাকে। বৌদ্ধ, মুসলমান ও হিন্দু প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম্মকে ভক্তিভাবে একমাত্র সত্য ধর্ম্ম বলে প্রচার করে। আমরা যদি তাদের কথা নাও মানি, তাহ'লে পাদ্রি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হয়:—"আমরা কোন্ ধর্ম্মে মুক্তি পাবো, রোমান কাথলিক চর্চ আমাদের মুক্তি দেবে না প্রটেষ্টাণ্ট চর্চ?" রোমান কাথলিক বল্‌বেন:—"আমরাই আদি ও প্রকৃত খ্রীষ্টান প্রভু যীশু স্বহস্তে তাঁর প্রিয় শিষ্য পীতরের হাতে স্বর্গ দ্বারের চাবি দিয়ে গেছেন। সেই চাবি রোমের পোপেরা যত্নে রক্ষা করে আসচেন। রোমান কাথলিক চর্চ

* "Faith is the cry of all theologians; believe with us and you will be saved; refuse to believe and you are lost. Yet they know nothing of what belief means. They dogmatize, but they fail to persuade......"—Froude's *Short Studies on Great Subjects.*

ছাড়া আর কোথাও মুক্তি পাবে না।” + এরূপ অবস্থায় বেচারা হিন্দেন কোথায় দাঁড়াবে?

তা ছাড়া যে সব গুরুতর সমস্যা আছে তার মধ্যে দুই একটি মাত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। ঈশ্বর একজন না ত্রিরূপী তিন জন! যদি এক হন্ তা'হ্লে নিশ্চয় অনন্ত কাল থেকেই তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। পূর্ব্বে একজন ছিলেন পরে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তিন জন হয়েছেন—পিতৃ-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর এবং পবিত্র-প্রেতাত্মা ঈশ্বর—এটা সম্ভব হতে পারে না। বাইবলে লিখিত আছে যে জেহোবা মূসাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি একে-শ্বরের কথাই বলেছেন। বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় জগতে যে ত্রিত্ববাদ প্রচলিত দেখি তার কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন চতুর্থ শতাব্দীর্কে St. Athanasius নামক Alexandriaর বিশপ প্রথমে ত্রিত্ববাদ জারি করেন, আবার কেহ কেহ সে কথা প্রতিবাদ করে পঞ্চম শতাব্দীর বিশপ Hilaryকে ইহার প্রবর্ত্তক বলে উল্লেখ করেন। সে যাই হ'ক, আমরা ধরে নেবো যে জেহোবা এরূপ গুরুতর বিষয়ে মূসাকে ভুল বা অসম্পূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন—না আমরা বুঝবো যে ত্রিত্ববাদটা তার অনেক পরে মানুষের মাথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে কালক্রমে এক ঈশ্বরকে বিভক্ত করে তিন অংশ করা হয়েচে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভগবানের অমৃতময় মাতৃভাবটাই ধারণা করা হয়নি। রোমন

+ Matt. xvi—19.

"This true Catholic faith out of which no one can be saved." (Creed of Pope Pius IV). See also the seventeenth article of the Syllabus of Errors published by Pope Pius IX in the nineteenth century.

কাথলিকরা যীশু-জননী মেরীকে পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁদের মতে যীশুর মাতা বলেই মেরীর মহত্ত্ব; অর্থাৎ যীশু হইতেই তাঁর মহত্ত্বের উৎপত্তি। মেরী প্রকৃত পক্ষে জগজ্জননীর স্থান অধিকার করেন না। বাইবলের নূতন খণ্ডে বর্ণিত আছে যে জোসেফ নামক জনৈক সূত্রধর মেরীকে বিবাহ করে কিন্তু সে ব্যক্তি স্ত্রীসহবাস করিবার পূর্ব্বেই প্রকাশ হয় যে পবিত্র প্রেতাত্মার ঔরসে মেরীর গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। মেরীর সেই গর্ভজাত সন্তান প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি প্রথম মানবী হেবাকৃত পাপের প্রতিকার হেতু জগতে আবির্ভাব হয়েছিলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষ এই জন্ম-বৃত্তান্ত নিতান্ত অলীক বিবেচনা করেন।* এরূপ স্থলে হিদেন কি করবে?

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল শিক্ষা এই যে মানবের আদি পুরুষ আদমের সহধর্ম্মিণী হেবা জেহোবার নিষেধ আজ্ঞা অমান্য করায় সমগ্র মানবজাতি তাঁর অভিসম্পাতে চিরকালের জন্য পাপগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনার বহু সহস্র বৎসর পরে জেহোবার মনে দয়ার উদয় হয় এবং তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। যীশুদেব ক্রুশে আত্মবিসর্জ্জন করে' মানবজাতির মুক্তির উপায় করে দিলেন। কেনই বা এক জনের (অর্থাৎ হেবার) অপরাধে অপরে (অর্থাৎ সমগ্র মানব) পাপ বিদ্ধ হয় এবং কেনই বা জেহোবা এত বিলম্বে মুক্তির উপায় করে দিলেন এবং সেই বিলম্বের ফলে কেন যে ক্রুশের ঘটনার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব জন্মেছিল তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়নি এসকল প্রশ্নের যুক্তি সঙ্গত উত্তর নাই। যে জিনিষ যুক্তির অগোচর তা' ভক্তিদ্বারা সকলে গ্রহণ করতে পারেন না। বাইবলের

* See Note II.

উক্তি:—"আমরা চোখে দেখে চলি না, ভক্তির উপর নির্ভর করে চলি।" * কিন্তু একথা সর্ব্ববাদী সম্মত নয়। †

ভক্তিহীন কঠিন হৃদয় হিদেন পাদ্রিসাহেবের উদার উপদেশ বাক্য যখন গ্রহণ না করে তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলেন:—"তোমরা চক্ষু উন্মীলন করে দেখ। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে কোন্ জাতীর প্রাধান্য বিরাজ করছে। দেখ্‌বে খ্রীষ্টান্ জাতি সর্ব্বত্র সর্ব্বে সর্ব্বা। যে সকল বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বলে ইউরোপ ও আমেরিকা জগতে এই শীর্ষ স্থান অধিকার করেচে সে সমস্তই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবে। একথা তোমাদের স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে আমাদের ধর্ম্মের বলেই আমরা এই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেচি। আমাদের ধর্ম্মপুস্তকের বচন ‡ তোমরা যদি না ও মান তবু এই একটা কথাদ্বারাই আমাদের জাতীয় প্রাধান্য মেনে নিতে হবে।"

* "We walk by faith, not by sight."—2 Cor. v—7.

† "You assert that the human race merited eternal reprobation because their common father had transgressed the divine command and that the crucifixions of the Son of God was the only sacrifice or sufficient efficacy to satisfy eternal justice. But it is no less inconsistent with justice and subversive of morality that millions should be responsible for a crime which they had no share in committing, than that, if they had really committed it, the crucifixion of an innocent being could absolve them from moral turpitude. *Ferrente ulla civitas latorem istiusmodi legis, ut condemnaretur filius, aut nepos si pater, aut avus deliquisset?* Certainly this is a mode of legislation peculiar to a state of savageness and anarchy; this is the irrefragable logic of tyranny and imposture."—*A Refutation of Deism.* (Shelley).

‡ বাইবল ধর্ম্মপুস্তকে ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠতা স্বয়ং ঈশ্বর (জেহোবা) কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। বর্ণিত আছে যে জলপ্লাবনের পর পৃথিবী দ্বিতীয়বার জীবজন্তুর আবাসভূমি হয়। তখন নোয়া থেকেই বর্ত্তমান মানবজাতির উৎপত্তি হল। জেনেসিস পুস্তকের

জগতের শিল্প ও বিজ্ঞান কি বস্তুত পক্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ ধর্ম্মের সাহায্যে বা প্রভাবেই কি তাদের উন্নতি সাধন হয়েছে ? যদি তাই হয়, তাহলে এটাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার একটা অকাট্য প্রমান বলে আমাদের মেনে নিতেই হবে। অতএব এবিষয়ে সবিশেষ আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বাইবেলের আদি খণ্ডে বর্ণিত আছে যে জুডিয়া (বর্ত্তমান পালেষ্টাইন) দেশবাসী ইহুদিরা ঈশ্বরের খাসজাতী (chosen people) জুডিয়া দেশ গোড়া থেকেই তাদের জন্য (land of promise) বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। মুসার সহিত ত ঈশ্বরের কথাবার্ত্তা চলিত, কিন্তু নম্বস´ পুস্তকের ৩১ অধ্যায় পাঠ করতে গেলে প্রাণ শিউরে ওঠে। ওরূপ নিষ্ঠুর আচরণ আজ পর্য্যন্ত কোন বর্ব্বর জাতির দ্বারাও সাধিত হয়নি। তবে শুনা যায় যে বর্ত্তমান যুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী জার্ম্মনরা ঐ প্রকার কাজ করেছেন। মুসা ইহুদীদের বলে গেছেন যে তারা যে পর্য্যন্ত পৌত্তলিক

নবম অধ্যায়ে লেখা আছে যে নোয়ার তিন পুত্র ছিল—শেম, হ্যাম ও জাফেথ। একদিন নোয়া সুরা পানে উন্মত্ত হয়ে বিবস্ত্র ভাবে নিজ শিবিরে শুয়ে আছেন এমন সময়ে হ্যাম হঠাৎ সেখানে যায় ও তাঁর সেই অবস্থা দেখে ফেলে। হ্যাম তার দুই ভাইকে সে কথা জানালে শেম ও জাফেথ একটা কাপড় নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সেখানে যায় আর নোয়াকে সেই কাপড় দিয়ে ঢেকে তাঁর উলঙ্গমূর্ত্তি না দেখে চলে আসে। নোয়া জেগে উঠে বুঝতে পারলেন যে হ্যাম তাঁর দিগম্বর মূর্ত্তি দেখেছে। ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি হ্যামের পুত্র কেনানকে এই বোলে অভিশাপ কল্লেন যে তাকে চিরকাল শেম ও জাফেথের সন্তানদের দাস হয়ে কালযাপন করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শেম ও জাফেথকে আশীর্ব্বাদ করে তাদের কেনানের সেবা পাবার অধিকার দান করলেন। এই অদ্ভুত বিচারতত্ত্বের বিচার অনাবশ্যক। মোট কথা জাফেথ হলেন ইউরোপীয়দের আদি পুরুষ ; শেম হলেন ইহুদীদের আদি পুরুষ এবং হ্যাম হলেন আফ্রিকাবাসীদের আদিপুরুষ। বাইবেল-লেখকের ভূগোল জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকায় আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এসিয়ার ইহুদী ভিন্ন অপরাপর জাতীয় কুলজী এই মহাপুস্তকে স্থান পায় নি। ফলতঃ উপরোক্ত প্রবচন অবলম্বন করে আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশীরা আফ্রিকাবাসীদের বহুকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল এবং ইউরোপবাসীদের আত্মগৌরবের এই একটা মূল কারণ।

আচরণ করে' ধর্ম্মচ্যুত না হয় ঈশ্বর তাঁদের ভুলবেন না, তাঁদের ধ্বংস করবেন না এবং তাদের পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে শপথ করে যে অঙ্গীকার (covenant) বদ্ধ হয়েছেন সে অঙ্গীকার ভুলবেন না।* ইহুদীদের ডেভিড ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় পাত্র (a man after his own heart) ছিলেন। কিন্তু সেই ডেভিডের কীর্ত্তি যা বাইবলে বর্ণিত আছে তা নিতান্ত অসন্তোষ জনক।†

এমন সৌভাগ্যমন্ত জাতি যারা স্বয়ং ঈশ্বরের বরপুত্র কর্ম্ম ফলে কি ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছে! মহাত্মা যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন আমরা দেখ্‌তে পাই তখন ইহুদী দেশ পেগান রোমের করতলগ্রস্থ। সে সময়ে রোমের অসীম প্রতাপ। রোমের কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান পৃথিবীতে তখন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও ইহুদিরা রোমের অনেক

* Deut iv—31,

† II Sam xi অপর জাতিদের ইহুদিরা কিরূপ পীড়ন করতো এবং তাহাদের ঐসব নিষ্ঠুর আচরণে ঈশ্বর তাহাদের কিরূপ সহায়তা করতেন আদি খণ্ডে তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। Exod. xxxii ; Num. xxxi ; Deut. iii ; Joshua. x ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। Nobel Prize প্রাপ্ত ফরাসী সাহিত্যিক Romaine Rolland *John Christopher* নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

" The God of the Bible is an old Jew, a maniac, a monomaniac, a raging madman, who spends his time in growling and hurling threats and howling like an angry wolf, raving to himself in the confinement of that cloud of his. I do'nt understand him ; his perpetual curses make my head ache, and his savagery fills me with horror."

" He is capricious, revengeful exceedingly ill-tempered ; he has fierce wrath and cruelty ; he is angry even with the Hebrews and one day says to Moses, 'take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun....... He is partial, hates the heathen, takes good care of the Jews, not because they deserve it but because he will not break his covenant."—Theodore Parker.

পিছনে পড়েছিল। রোমের পূর্ব্বে গ্রীসও সভ্যতায় আশ্চর্য্য রকম উন্নতি করেছিল। রোমের সভ্যতা গ্রীস সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ* চীন প্রভৃতির কথা উত্থাপন না করাই ভাল কারণ পাদ্রী সাহেবরা ঐসকল দেশের প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। রোম ও গ্রীসের ইতিহাস তাঁরা সর্ব্বতো ভাবে মানেন বলেই তার উল্লেখ করা গেল। তাঁদের একথা মেনে নিতেই হবে যে বর্ত্তমান সভ্যতা পেগান রোমের সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীষ্টান ধর্ম্ম থেকে তার উৎপত্তি হয়নি। জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Huxley সে বিষয় এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ও বলেছেন যে গ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে যথেষ্ট বাধা দিয়েছে।† পাদ্রী সাহেবরা বলেন যে যীশুর আবির্ভাবের পর এবং তার প্রচারিত ধর্ম্মের ফলে ও বলে জগতে যা কিছু জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। এই কথাটি কতদূর প্রকৃত তাই দেখা যাক।

এ বিষয়ে ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা অনেক তত্ত্ব, জানতে পারি অপর কোথাও অন্বেষণ করবার আবশ্যক হয় না। ৩২৮

* ভারতবর্ষও এককালে কতদূর উন্নত হয়েছিল Sir Hiram Maxim এর কথায় তার খানিক আভাস পাওয়া যায়। "My brother has some time past been studying old Hindoo literature on the subject of steel manufacture, as he knew that some grades of old Indian steel were superior to the best that America and England can produce now-a-days." (Statement reproduced from the *Daily Mail* in the *Statesman* May 14, 1897). চীন সম্বন্ধে Victor Hugo লিখিয়াছেন :—"The Chinese have been before hand with us in all our inventions—printing, artillery, aerostation, chloroform."

† "The science, the art, the jurisprudence, the chief political and social theories of the modern world have grown out of those of Greece and Rome—not by favour of, but in the teeth of the fundamental teachings of early Christianity, to which science, art and any serious occupation with the things of this world, were alike despicable."—Huxley

খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টানটিনোপল নগরে খ্রীষ্টান জগতের রাজধানী স্থাপিত হয়। তুর্কীদের দ্বারা ঐ নগর ১৪৫৩ সালে অধিকৃত হওয়া পর্য্যন্ত ঐখানেই রাজধানী ছিল। এই এগার শত বৎসর ইউরোপের অবস্থা কেমন ছিল এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের গুণে ইউরোপীয় লোকেরা জ্ঞান ও সভ্যতায় কতদূর উন্নতি লাভ করেছিল সেটা প্রণিধান করে দেখা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ইউরোপে অনবরত রক্ত-স্রোত বহে গিয়েছিল এবং এতদূর অজ্ঞতা পেগান রোমের আমলে কখনই ছিল না।* গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের অমূল্য রত্ন খ্রীষ্টানদের হাতে পড়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।†

দু' তিন বৎসর আগে জার্ম্মানরা যে লুভ্যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকাগার ধ্বংস করেছিল সেটা অভিনব ব্যাপার নয়। পূর্ব্বতন খ্রীষ্টানদের অনুকরণ মাত্র। পূর্ব্বতন গ্রীক ও রোমানেরা শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্ত্তী খ্রীষ্টানেরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পেয়েই এথেন্স নগরের বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়ে দিলেন। Gibbon বলেন, খ্রীষ্টানেরা এতদূর কুসংস্কারের বশীভূত হয়েছিলেন, যে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিও জ্ঞানের আদৌ বিকাশ পায়নি।‡ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৎকালে ইস্‌লাম সম্প্রদায় জ্ঞানোন্নতির বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। Gorham সাহেব ইতিহাসের উল্লেখ করে

---

* See Note III.

† "The remains of Greek and Latin literature which the monastaries preserved, in ignorance of their nature, are small compared with the quantity which Christian bigotry destroyed. It was by an orthodox ecclesiastic that the Alexandrian library was pillaged out of existence—*Chistianity and Civilization.*

‡ "Their credulity debased and vitiated the faculties of the mind; they corrupted the evidences of history, and superstition gradually extinguished the hostile light of philosophy and science." —Gibbon, ch. xxxvii.

বলেন :—"যৎকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী দেশের অধিকাংশ স্থানে অন্ধবিশ্বাস তিমিরে সামচ্ছন্ন ছিল সেই সময়ে ঐ ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদীয় ধর্ম্ম কি করছিল? খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে মূরগণ (মুসলমান) স্পেন রাজ্য অধিকার করে। তারপর ঠিক যেন মন্ত্রবলে স্পেনে অতি মনোহর সভ্যতার আবির্ভাব হল। বাণিজ্যের বহু বিস্তার এবং শ্রমশীলতার প্রভাবে দেশে এতই ধনসঞ্চার হতে লাগল যে খ্রীষ্টানগণ তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। অবস্থানুরূপ আইনকানুন লিপিবদ্ধ করে কৃষিকার্য্যের নিপুণতা বেড়েছিল। মূরগণ গোমেষ ও অশ্বাদি পালন দেশে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাঁরাই ইউরোপে রেশমের উৎকর্ষ সাধন করে এবং চাউল, চিনি, তুলা এবং বহুবিধ ফলের আমদানি আরম্ভ করেন। তাঁরাই তাঁতের বস্ত্রাদির মাটির বাসন লোহার ইস্পাতের ও চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত সম্বন্ধে যত্নবান হন। যে সময়ে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের গলায় ছুরী বসাতে ব্যস্ত ছিলেন সে সময়ে মূরগণ ব্যাবসা বাণিজ্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন ছিল।* একজন খ্রীষ্টান রোগাক্রান্ত হলে সিদ্ধ পুরুষ রোজা বা দৈবচিকিৎসকের স্মরনাপন্ন হতেন। কিন্তু সে স্থলে মূরগণ

---

* "While the greater part of Christendom was steeped in object credulity, what was the rival faith of Mohammed doing? In the eighth century the Moors conquered Spain, and as if by magic, a splendid civilization sprang into being. An extensive commerce and a general love of industry created a wealth that astounded the Christian world. Wise laws developed and regulated an ingenious system of agriculture. The Moors bred cattle, sheep and horses. Civilization owes to them the culture of silk and introduction into Europe of rice, sugar, cotton and many fruits. They fostered the manufacture of textile fabrics, earthenware, iron, steel and leather. While Christians were slaughtering one another

চিকিৎসকের বা অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য নিত। তৎকালে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দুইটি কেন্দ্র স্থান ছিল রোমনগর এবং কনষ্টান্টিনোপল। এই দুই স্থানের কর্ত্তারা যে সময়ে পৃথিবী সমতল ভূমি এই বলিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন সেই সময়ে স্পেন দেশীয় আরবগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে কাষ্টময় গোলক দ্বারা শিশুদের ভূতত্ত্ব শেখাতে নিযুক্ত ছিল। ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিশেষতঃ জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, অস্ত্র-চিকিৎসা এবং সাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তারা যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করেছিল, তা' তো সেকালের খ্রীষ্টানদের পক্ষে অনুকরণ করা দুঃসাধ্য ছিলই, তাঁদের বোধগম্য হওয়াও দুষ্কর ছিল। মূরগণ বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্র বিশেষ ভাবে অনুশীলন করেছিল।

---

for the glory of God, the Spanish Moors were writing treatises on the principles of trades and commerce. A Christian stricken by disease sought the aid of the nearest saint and waited for a miracle ; the Moor relied on the prescription of a physician or the skill of a surgeon ; Rome and Constantinople were asserting the flatness of the earth, while the Spanish Arabs were using globes in their common schools. In practical science, specially in astronomy, botany, optics, surgery and medicine, their achievements were beyond the immitation or even the comprehension of the rest of Europe for hundreds of years. The study of algebra and mathematics was carefully cultivated by the Moors."—*Christianity and Civilization,*

"The intense poetry of a romantic, oriental race clad Spain in a garb of beauty which still clings to her, in spite of her many vicissitudes. Desertion and desolation have harassed her, but many of the jewels which the Moors—to use a general term—bestowed upon her during their stay in the land of orange-blossoms and olive-trees still shine in her tiara."—*The Wonders of the World.*

ব্রত

দান ধর্ম্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে পেগান গ্রীস ও রোমের যে উচ্চ আদর্শ ছিল এবং যাহা কিছু হিন্দু ধর্ম্মের ও আদর্শ ছিল খ্রীষ্টানেরা তাহার অধিক কিছুই করতে পারেন নাই। Farrer সাহেব বলেন যে এ হিসাবে খ্রীষ্টান বাদসাহ কনষ্টানটাইনের আমলে অধোগতি হয়েছিল। * খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের কিছু দিন পরেই মুসলমানরা প্যালেষ্টাইন দখল করে এবং খ্রীষ্টানদের তাড়িয়ে দেয়। তাহাদের হাত থেকে জেরুজিলাম উদ্ধারের জন্য যে সকল ধর্ম্ম যুদ্ধ (Crusade) হয়েছিল তাতেও ঈশাইদের উদারতা বা উন্নত ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বিখ্যাত খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক Milman সাহেব বলেন :—যীশুর ক্রুশধারী সৈন্যগণ যে রকম ভীষণ হত্যাকাণ্ড এবং নৃশংসতা দেখিয়েছিলেন তাঁদের পূর্ব্বতন বার্বেরিয়ান কিম্বা সমসাময়িক ইনফিডেলগণ বা মুসলমানেরা কুত্রাপি তেমন দেখায়নি। †

যখন মুসলমান বাদশাহ সালাডিন পুনরায় জেরুজিলাম অধিকার করেন, তখন শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদের উপর এতদূর দয়া প্রকাশ করেন যে তা দেখে ঈশাইরা আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। Milman সাহেব স্পষ্টই লিখেছেন :—"তৎকালের প্যালষ্টাইনবাসী খ্রীষ্টানেরা স্বভাবচরিত্র এবং ব্যবহারে মানব জাতীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

---

* "There is indeed no fact more patent in history than that with the triumph of Christianity under Constantine the older and finer spirit of charity died out of the world, and gave place to an intolerance and bigotry which wore its extreme antithesis, which have only in recent years come to be mitigated."—*Paganism and Christianity* by J. A. Farrer.

† See Note IV.

লম্পট, বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর ছিল। * এই সময়ে ইউরোপে অন্ধ-বিশ্বাসের এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে জ্ঞানালোক সেখানে প্রবেশ করতেই পারতো না। যীশু বা মেরীর স্মরণ চিহ্ন বলে নানা রকম জিনিসকে লোকে পূজা করতো। কথিত আছে যে এক জায়গায় যীশুর ক্রুশের কাঠ বলে এত কাঠ স্তূপাকার ভাবে রাখা ছিল যে তাতে অনায়াসে একটা জাহাজ প্রস্তুত হতে পারতো। Draper সাহেব এ সম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ইহুদিরা মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে বিঁধিবার সময়ে তাঁহার মাথায় উপহাস ছলে একটী কাঁটার কিরীট পরিয়ে দিয়েছিল। ঐ কিরীট খানি " আমাদের কাছে আছে " এই কথা বলে অনেক ক্যাথলিক মঠধারীরা প্রচার করতেন। যে বর্শাটির দ্বারা যীশুকে হত্যাকারীরা বিঁধেছিল অন্যূন একাদশটি পৃথক মঠে সেটিকে লোকে দেখতে যেতো। যদি কেহ এ বিষয় অবিশ্বাস প্রকাশ করতো তাহলে তার উপর নাস্তিকতার অভিযোগ উপস্থিত করা হতো। ধর্ম্ম যুদ্ধের কালে নাইট-টেম্পলারগণ জেরুজিলাম থেকে বোতলে করে যীশুমাতা কুমারী মেরীর দুগ্ধ বলে একটা পদার্থ ইউরোপে এনে বিক্রী করতো এবং তাতে বেশ দু পয়সা রোজগার করতো। এই দুগ্ধের বোতল গুলি বড় বড় কাথলিক মঠে সংরক্ষিত হয়েছিল। জেরুজিলামের একটি মঠে স্বয়ং পবিত্র প্রেতাত্মার আঙ্গুল বলে একটি পদার্থ প্রদর্শিত হ'ত।†

---

* "The Christians of Palestine were in morals, in characters in habits, the most licentious the most treacherous, the most ferocious of mankind."—*History of Latin Christianity.*

† "There were several abbeys that possessed the Saviour's crown of thorns. Eleven had the lance that had pierced his side. If any person was adventurous enough to suggest that these could not be authentic he would have been denounced as an atheist. During the Holy Wars the Templar-Knights had driven

পেগান রোমে প্রচলিত জঘন্য দাসত্ব প্রথা খ্রীষ্টানরা ত্যাগ করতে পারেন নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথা সুসভ্য আমেরিকাতে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মই ইহার প্রধান সমর্থনকারী ছিলেন ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য। ** খ্রীষ্টীয় আইন অনুসারে প্রভুর বিরুদ্ধে ক্রীতদাস রাজদ্রোহ ছাড়া অন্য প্রকার অভিযোগ আন্‌লে তাকে তৎদণ্ডে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা ছিল। † খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে ক্রীতদাসের বিবাহে পাদ্রীসাহেবেরা পৌরহিত্য করতেন না।

এইকালের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে গোঁড়ামীর এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে তাঁদের অবস্থা আমাদের ব্রাহ্মণ যাজকের মত দাঁড়িয়েছিল।

a profitable commerce by bringing from Jerusalem to the crusading armies bottles of the milk of the Blessed Virgin, which they sold for enormous sums. These bottles were preserved with pious care in many of the great religious establishments. But perhaps now of these impostures surpassed in audacity that offered by a monastery in Jerusalem which presented to the beholder one of the fingers of the Holy Ghost."—*Conflict between Religion and Science*, p. 270.

** "The fact that slavery was perpetuated and defended by nearly the whole of the Christian Churches is a very awkward feature to be explained by those who maintain that slavery is incompatible with the Christian religion.—*Christianity and Civilization.*

† "Until the sixth century, when several minor reforms were initiated, no Christian emperor took any serious steps to remedy these evils, while in some respects there was a tendency to greater cruelty, as in the Christian law that 'a slave who accused his master of any offence, except high treason, should immediately be burnt alive without any investigation of the justice of the charge."—*Christianity and Civilization.*

সকল বিষয়েই নিজেদের চালকলার ব্যবস্থাটা আগে করা হ'ত। এই থেকে অর্থ-লোভ ও বিলাসিতা উৎপন্ন হয়েছিল। Milman সাহেব বলেন যে খ্রীষ্টীয় ২য় থেকে ষোড়শ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁরা ক্রমাগত লুটপাটের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং চার্চের ধন সম্পদ কিসে বাড়ে তাঁদের বিশেষ চেষ্টা ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন খ্রীষ্টান মহাপুরুষ Irenæus বলেছিলেন:—"পেগানগণ আমাদের দেনদার। পেগানরা পরিশ্রম ক'রে যা সঞ্চয় করেচে তা আমাদের বিনা পরিশ্রমে ভোগকরা কর্ত্তব্য।" * তারপর সুবিখ্যাত St. Augustine প্রচার করেন যে খ্রীষ্টানরা সমস্ত হিদেন দেশের ধনের অধিকারী। †

এই সময়ে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অসীম ক্ষমতা হয়ে উঠেছিল। তারা বলতেন সাধারণ রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে তাঁদের কোন অপরাধ বিচার হতে পারে না, তাঁদের নিজের খাস্ ধর্ম্ম সংক্রান্ত আদালতে তাঁদের বিচার হবে। এরূপ স্থলে নীতির মূলে কুঠারাঘাত পড়ে এবং যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয়। তাঁরা অবশ্য যুক্তির ছলে বলতেন যে পুরোহিতেরাই ঈশ্বরকে গড়ে তোলে অতএব যে দেহ মধ্যে প্রভুযীশুর বাস সে শরীর সাধারণ অপবিত্র আদালতের শাসনাধীন হতে পারে না, যে সকল যাজকীয় আদালত স্থাপন হয়েছিল সেখানে অনেক স্থলে অদ্ভুত বিচার-প্রমাদ ঘটতো। যাজকরাই ছিলেন বিচারক। দণ্ডিত ব্যক্তিদের কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থ দণ্ড আদায় করা হতো। এই উপায়ে চার্চের আয় দেশের রাজকোষের চেয়ে বেশী হয়ে উঠেছিল। ফলে কিন্তু যাজক

---

* "The Pagans are our debtors; all that the Pagans have acquired with labour we ought to enjoy without labour."

† All the wealth of the heathen world belonged to the faithful."—Barbeyrac; *traite de morale des Péres,* chap. iii—p. 25. (Amsterdam; 1728).

সম্প্রদায়ের এতদূর নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্য ঘটেছিল যে তাঁরা যে সব কীর্ত্তি করতেন, সাধারণ দুষ্টু লোকে সেরকম করলে তারা নিতান্ত ঘৃণিত গণ্য হতো। কথিত আছে যে ইংলণ্ডস্থ Canterburyতে Prior পদের নির্ব্বাচিত জনৈক যাজকবরের একখানি গ্রামে ১৭টি জারজ সন্তান জন্মেছিল। এই সময়ে পৌরহিত্যবৃত্তি প্রকাশ্যভাবে বন্দোবস্ত করা হতো এবং বেচাকেনা চল্‌ত। নিত্য-নৈমিত্তিক যাজন ক্রিয়ার জন্য পুরোহিতরা অনেক সময়ে পারিতোষিক আদায় করতেন। তাঁরা সশস্ত্রভাবে চলাফেরা করতেন। শুঁড়িখানা ও ততধিক নিন্দনীয় স্থানেও তাঁদের গতিবিধি ছিল। মৃগ-হরণনিবারণী আইন লঙ্ঘন করতে তাঁরা খুবই পটুছিলেন! Moshiem লিখেচেন যে ১১৪৪ থেকে ১১৬৩ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে যাজকগণের দ্বারা অন্যূন ১০০টি খুন ঘটেছিল কিন্তু বিচারের আমলে আসেনি। লাম্পট্যজনিত অপরাধ তাঁরা রোজই করতেন কিন্তু তার কোন প্রতিকার হ'তো না। *

গোঁড়ামীর ফলে ইউরোপে বহুশত বৎসর ধরে প্রবল বেগে রক্তের স্রোত চলে ছিল। সেই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়লে প্রাণ শিউরে ওঠে এবং আমরা বেশ বুঝতে পারি যে সে সময়ে ইউরোপ নরকে পরিণত হয়েছিল। ওরূপ অবস্থায় জ্ঞানালোক সে দেশে নিভে গিয়েছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্রুশে যীশুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ইহুদীদের উপর খ্রীষ্টানদের যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা' আজপর্য্যন্ত নিভে নাই। বর্ত্তমান সময়েও রুষ প্রভৃতি দেশে ইহুদীদের উপর পাশবিক অত্যাচার কাহিনী সংবাদ পত্রে সময় সময় প্রকাশ হয়। মুসলমানদের অধিকার কালে ইহুদীরা স্পেনদেশে কিছু দিন নির্বিঘ্নে বাস করেছিল। যখন

---

* See Note No. V.

খ্রীষ্টানদের প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত হ'ল তখনই ইহুদীদের সুখের দিন শেষ হ'ল। ১৪৫৪ সালে একজন স্পেন দেশীয় পাদ্রী-পুঙ্গব একটি লোমহর্ষণ ঘটনা প্রচার করেন। তিনি বলেন যে একটি খ্রীষ্টান বালককে হত্যা করে ইহুদীরা তার হৃৎপিণ্ড কেটে বাহির করে সেটাকে পুড়িয়ে তার ছাই মদের সঙ্গে মিশ্রিত করে তাদের অপবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেচে। ইনিই আবার ইহুদীদের উপর নানা রকম দোষারোপ করে একটি পুস্তক প্রচার করেন। এই সব কারণে ইহুদীদের উপর খ্রীষ্টানেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। * ইহুদী, মুসলমান ও স্বাধীনচেতা (অর্থাৎ যাঁহারা কাথলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতেন) খ্রীষ্টানদের শাসন উদ্দেশ্যে ১৪৮১ সালে স্পেনের রাজা ও রোমীয় পোপের প্রসাদে Spanish Inquisition নামক এক ভয়ানক পেষণ যন্ত্র স্থাপিত হয়। জ্ঞান-বিরোধী অন্ধধর্ম্মবিশ্বাস থেকেই এর উৎপত্তি। ৩৫৪ বৎসর ধরে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে এই পেষণ যন্ত্র ইউরোপের ইতিহাসকে কলুষিত করে গেছে। ১৮০৮ সালে যখন ফরাসী মহাবীর নেপোলিয়ান স্পেন

---

* "It was these useful yet obnoxious Jews who furnished the occasion for the establishment of the new Inquisition. Their wealth, learning and intelligence aroused cupidity and envy, and the Church did its utmost to divert into theological channels the popular feeling against them. A holy firebrand, Fray Alonso de Espina caused intense excitement, in 1454, by asserting that the Jews had murdered a Christian child, ripped out its heart and burnt it, making an unholy sacrament by mingling the ashes with wine. He published a work in which he raked together all sorts of absurd and horrible stories that the Jews were in the habit of slaying Christian children, poisoning wells and fountains, causing fires, and that their law commanded them to murder Christians, for whose destruction daily prayers were offered."—*The Spainsh Inquisition* by C. T. Gorham (London: Watts: 1916).

রাজধানী Madrid নগর অধিকার করেন তখন তিনি এই ঘৃণিত Spanish Inquisition উঠিয়ে দিবার হুকুম প্রচার করেন। তাতে ও কোন ফল হয় নি। অবশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উহা একেবারে লোপ পেয়েছিল। যখন মহাত্মা Luther প্রটেষ্টাণ্ট বা প্রতিবাদ মত প্রবর্ত্তন করেন তখন কাথলিক মহলে "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলে একটা মহা হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। ১৫৬১ সালে এই নূতন দলের বিরুদ্ধে Spanish Inquisition এক বিশেষ আইন জারী করেন এবং তারপর Protestant মতাবলম্বী বলে সন্দেহ হলেই সে ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা হ'তো। এতদিন ধরে ইহুদী ও মুসলমানের মর্ম্মবেদনা খ্রীষ্টীয় জগতের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু যেই Protestant দলের উপর কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা হতে লাগলো তখনই Spanish Inquisition এর উপর নজর পড়লো এবং প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ হল।* Llorente সাহেব বলেন যে খ্রীষ্টাব্দ ১৪৮১ থেকে ১৮০৮ সালের মধ্যে মোট ৩৪০,০০০ ব্যক্তিকে বিরুদ্ধ মতের জন্য দণ্ডিত করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রায় ৩২,০০০ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেছিল। Spanish Inquisitionএর যে সকল বিচার কর্ত্তা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে Torquemada একজন নামজাদা ব্যক্তি। এই ধর্ম্মরাজ এবং তাঁর অধীনস্থ জল্লাদগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে ১০,২২০ জন লোককে পোড়াইয়া মারে; ৬,৮৬০ জনের প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়ে পোড়ায় এবং ৯৭,৩২১ জনকে অন্যান্য বিবিধ প্রকারে দণ্ডিত করে।† পোপগণের একাধিপত্য-

---

* "The severe punishments inflicted upon Protestants awakened in Christendom, for the first time, a moral indignation which the terrible sufferings of the Jews and Moors had somehow failed to arouse."—*The Spanish Inquisition.* (Gorham)

† Llorente's *History of the Spanish Inqusition.*

কালে ইউরোপে ধর্ম্ম দ্বারা কোন রূপ সংস্কার বা জ্ঞানের উন্নতি হয় নাই।*

অবশ্য প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের পাদ্রী মহোদয়গণ বল্‌বেন যে কাথলিক চর্চ প্রকৃত ধর্ম্মপথ অনুসরণ না করে বিপথগামী হয়েছিলেন এবং কাথলিকদের ভণ্ডামীর জন্য ইউরোপে অশান্তি এবং নৈতিক দুর্গতি ঘটে ছিল ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ হ'তে পায়নি। তাঁরা বল্‌বেন যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রচারের পর থেকে ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে শিল্প ও বিজ্ঞানের যা কিছু উন্নতি হয়েচে সবই খ্রীষ্টানধর্ম্মের ফলে হয়েচে, অন্য কোন সূত্রে হয়নি। তাঁহাদের কথা কাথলিক দল কখনই স্বীকার করবেন না। কাথলিকরা বলেন যে তাঁদের চর্চই প্রকৃত খ্রীষ্টীয় চর্চ (the only true Church)। সে

* "You will search in vain through the law of Rome for any traces of reform under Christianity; but there are two things of which you will get more than enough. You will get laws intended to aggrandise the priests, to shield them from civil and criminal responsibility and to enable them to extort money with ease and hoard it with safety. You will also find many statutes passed to despoil of their property, to banish and even to kill, all those sects of Christians who did not bow the knee to Rome, but were guilty of the crime of understanding the teaching of Christ differently from the Roman bishops. Few people are aware of the ruthless violence with which all dissent from the Church of Rome was stamped out. Before a century had passed under the Christian Emperors the catalogue of Rome's victims was to be reckoned by hundreds of thousands."—*The Past and Present of our Heresy Laws* by W. A. Hunter. LL. D.

"The Roman ecclesiastical system, like the Byzantine, had been irrevocably committed in an opposition to intellectual development. It professed to cultivate the morals, but it crushed the mind."—*The Intellectual Development of Europe* (Draper).

তর্কের মীমাংসার চেষ্টা করা বৃথা তবে তর্কস্থলে প্রটেষ্টাণ্টদলের কথাটার দিকেই লক্ষরেখে এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

রোমের ভণ্ডামী একসময়ে অতিরিক্ত বেড়ে উঠেছিল। একজন পোপ এতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন যে তাঁর হুকুমে সাধারণ লোকের বাইবল ধর্ম্মপুস্তক পড়বার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।* রোমের সেণ্ট পিটার (St. Peter) নামক সুবৃহৎ ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করা এত ব্যয়সাধ্য হয়েছিল যে পোপ দশম লিও (Leo X)কে টাকা তোলবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভব করতে হয়েছিল। কাথলিক ধর্ম্মে পাদ্রীদের ক্ষমা পত্র দান করবার ব্যবস্থা বরাবরই আছে। দশম লিও ঐ ব্যবস্থাটির প্রসার অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছিলেন। তদনুসারে পাদ্রীরা প্রকাশ্য নিলামে ক্ষমাপত্র বিক্রী করে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন।† জার্ম্মানীতে ঐ প্রকারে অর্থ আদায়ের ভার Tetzel নামক একজন পাদ্রীর উপর দেওয়া হয়েছিল। লোকটা লোভ, কুসংস্কার ও নির্লজ্জতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি-স্বরূপ ছিল। সে পোপের যেমন প্রিয়পাত্র ছিল তেমনি সাধারণ

* "In 1713 Pope Clement XI had condemned the use of the Bible by the laity, but in 1757 the Holy See authorised vernacular versions, accompanied with orthodox comments"—*The Spanish Inquisition* (C. T. Gorham).

† "The fortunate possessor of an indulgence was reinstated in the innocence of childhood and assured at death of an immediate entry into paradise. Witchcraft was pardoned for two ducats, polygamy for six, murder for eight, perjury and sacrilege for nine and other offences according to their gravity, the Church's estimate of which appears to have been remarkably accommodating."—*Christianity and Civilization.*

লোকের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। সেই সময় বীরপুরুষ লুথার পোপের হুকুম প্রকাশ্যভাবে অগ্রাহ্য করেন। লুথারের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হয়; তাঁর পুস্তক ছাপানো বা পাঠকরা নিষেধ হয়। কয়েকজন উচ্চস্থানীয় বন্ধু তাঁকে প্রায় একবৎসর কাল Wartburg দুর্গে গোপন ভাবে না রাখ্‌লে তাঁরও John Hussএর ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ হারাতে হ'ত। এই লুথারই প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্থাপন করেন। লুথার নিজে যে বিশেষ বিজ্ঞলোক ছিলেন তাঁর জীবনী পাঠে সেরূপ ধারণা হয় না।* তিনি পোপের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে তেজের সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিকাংশ কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর তাঁর বিশেষ আক্রোশ ছিল।† তিনি স্বীয় ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষা অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। যাহা হউক তাঁহার পরবর্ত্তী সংস্কারকগণ

---

* "He [Luther] despised reason as heartily as any Papal dogmatist could despise it. He hated the very thought of toleration or comprehension."—*A Short History of the English People.* (Green).

"He was impetuous, lacking in foresight, recklessly coarse and abusive, and he never attained the outlook of a statesman. Of the reality of human depravity he had a firm conviction, as well as the personality of Satan, with whom he imagined he had frequent encounters."—*History of Civilization.*

"Times are changed ; Romanist miracles, at least in England, have become very rare, and Protestant saints no longer boast openly of divine inspiration, or relate their conferences with God and the devil, as Luther did three centuries ago."—*The Task of To-day.*

† "People gave ear to an upstart astrologer who strove to show that the earth revolves, not the heavens or the firmament...The fool wishes to reverse the entire science of astronomy. But sacred history tells us that Joshua commanded the sun to stand still, not the earth."—Luther.

অনেক বিষয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উন্নতি বিধান করেছিলেন। ক্ষোভের বিষয় এই যে প্রটেষ্টাণ্ট দলের মধ্যে আবার ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হয়েছিল।*

প্রটেষ্টাণ্টরা কুমারী মেরীর পূজা প্রভৃতি কয়েকটি কুসংস্কার যেমন ত্যাগ করলেন তেমনি আবার প্রত্যাদেশ, ভূতে পাওয়া প্রভৃতি বিশ্বাস ছাড়্‌তে পারেন নি। ডাইনে বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ৩০০০০ এবং জার্ম্মানীতে একলক্ষ লোককে ডাইন বলে হত্যা করা হয়েছিল।† যদিও প্রটেষ্টাণ্টরা কাথলিকদের মত নিষ্ঠুরতা দেখান নি তবুও এ কথা বলা যায় না যে তাঁরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি উদার ব্যবহার করেছিলেন। Lecky তাঁর ইতিহাসে বলেছেন যে ফ্রান্সের সহরে অধিকার পেয়েই তাঁরা কাথলিক উপাসনা বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। সুইডেনে Augsburg এর ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করলে নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সুইজারলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টরা Anabaptist দের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেল্‌তেন। প্রটেষ্টাণ্টদলের

---

* "The whole zeal of the Catholics was directed against the Protestants, while almost the whole zeal of the Protestants was directed against each other."—Macaulay's *Essay on Von Ranke.*

"Theodore de Beza, the successor of John Calvin, as leader of the Reformed Church of Geneva, publicly praised Poltrote, the assassin of Francis, a Catholic Prince, and promised him a luminous crown in heaven. John Calvin himself, in the name of the 'Word of God', condemned Servetus to the flames. The assassin of Henry the Third of France received almost divine honours at the hands of the Catholics. His name was introduced into the litanies of the Church, his portrait exhibited on the holy altar, and his dastardly deed likened to the holy mysteries of religion."—*A New Catechism* by M. M. Mangasarian.

† See Note VI.

গোঁড়ামী বেড়ে উঠে কাথলিকদের মত বিভৎস ভাব ধারণ করেনি কিন্তু তথাপি বাড়াবাড়ির ফলে অনেক অন্যায় ঘটেছিল। * Descartes এর ন্যায় একেশ্বরবাদী পণ্ডিতকে হলাণ্ডদেশে নাস্তিকতার দোষারোপ করে পীড়ন করা হয়েছিল। † স্কটলণ্ডের বিখ্যাত পাদ্রী John Knox কাথলিকদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছিলেন "দশ হাজার সশস্ত্র শত্রুর আক্রমণ স্কটলণ্ডের পক্ষে যতই ভয়ানক হোক্ না কেন কাথলিকদের "Mass" নামক উপাসনা গির্জ্জায় একবারও করতে দেওয়া তার চেয়ে ঢের বেশী বিপদজনক।" তিনি বল্‌তেন যে পৌত্তলিকতার জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের প্রটেষ্টাণ্ট নেতা John Calvin এর প্ররোচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উদারচেতা চিকিৎসক Michael Servetus অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। Servetus এর অপরাধ তিনি ত্রিত্ববাদ (Trinitarianism) সম্বন্ধে অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার তখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি Sir Matthew Hale একজন নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান ছিলেন। ডাইনে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; একটী স্ত্রীলোককে ডাইন সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিয়েছিলেন। ** ধর্ম্ম বিশ্বাসের জোরে প্রটেষ্টাণ্টরাও আত্মগৌরব প্রকাশ উদ্দেশ্যে নানা রকম অন্যায় কাজ করতেও ছাড়েন নি। §

---

* See Note VII. † See Note VIII.

** "On this occasion was not the learned judge the dupe of a shallow superstition? Was not Calvin the dupe of superstition when he instigated the burning alive of his virtuous opponent Servetus? Was not Sir Thomas More the dupe of superstition (noble as was his conduct) when he preferred a dreadful and ignominous death rather than deny the infallibility of a stupid old Italian?"—*The Task of To-day.*

§ See Note IX.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে সভ্যতার যে উন্নতি হয়েচে Evans Bell সাহেব বলেন যে তা' খৃষ্টান ধর্ম্মের গুণে হয়নি ইউরোপীয় জাতিসমূহের কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্যকুশলতার আধিক্য থেকেই প্রধানতঃ ঘটেচে। * তিনি বলেন যে যদিও খৃষ্টান ধর্ম্ম অনেক সময়ে বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হয়েচেন কিন্তু কখনই তাতে কৃতকার্য্য হতে পারেননি। "Often as religion has tried to check the advance of science and liberty, it has never succeeded." ধর্ম্মের শিক্ষা উপেক্ষা করে ক্রমশঃ নানাবিধ কুসংস্কার দূর হয়েচে। ডাইনে বিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ধর্ম্মপুস্তকের দোহাই দিয়ে অনেকদিন টিকেছিল কিন্তু সে সব ক্রমশঃ তিরোহিত হয়েচে। অন্ধভক্তি যেমন ইউরোপে কমতে লাগলো তেমনি জ্ঞানালোকের অভ্যুদয় হ'ল এবং Reformation দ্বারা যখন একবার স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের অধিকার স্থাপন হয়ে গেল এবং ধর্ম্মযাজকদের কৃত শৃঙ্খল থেকে মানুষ মুক্ত হ'ল তখন থেকে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে-অবিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগলো।† শেলি [Shelley] বলেন যে বর্ত্তমান যুগের উন্নতি Locke, Hume,

---

* See Note X.

† "In spite of religion various superstitions became gradually objects of ridicule; witchcraft and necromancy though long obstinately defended, vanished by degrees; the age of faith began to decline when the age of knowledge commenced; and science and infidelity have marched hand in hand ever since the Reformation claimed for mankind the right of private judgment, and opened the road for every man's escape from the shackles of spiritual despotism."—*The Task of To-day.*

Gibbon এবং Voltaire এর ন্যায় মহারথীগণের দ্বারাই সাধিত হয়েচে। ইহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম বিশ্বাস করতেন না। *

বিজ্ঞান-শিরোমণি Huxley বলেচেন যে উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক দার্শনিকগণ অসভ্য-প্রায় ইহুদীদের পৃথিবীর উৎপত্তিবিষয়ক ভুল ধারণা অগ্রাহ্য করে গোঁড়াদের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করেচেন। Galileo থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কতশত সত্যান্বেষীজন বাইবল পূজকদের ভ্রান্ত ধর্ম্মোৎসাহ ফলে মান ও প্রাণ হারিয়েছেন তা'র ইয়ত্তা নেই। প্রবল গোঁড়ার দলের ভয়ে কত দুর্ব্বলচিত্ত লোক যে বাইবল লিখিত অসম্ভব বৃত্তান্তের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে সত্যের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারেন নি, তার ঠিকানা নেই। দার্শনিকগণকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েচে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁদের শিক্ষাই শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জয়ী হয়েচে।

শিশু Hercules যেমন তাঁর দোলার পাশে বিষধরসমূহের গলাটিপে মেরে ফেলে রেখেছিলেন তেমনি প্রত্যেক নবজাত বিজ্ঞানের দোলার পাশে ধর্ম্মযাজকদের প্রাণশূন্যদেহ গড়াগড়ি যেতে দেখা গেছে। ইতিহাসে প্রকাশ পায় যে যখনই বিজ্ঞানের সঙ্গে গোড়ামীর সংঘর্ষ হয়েচে তখনই গোঁড়ামী ক্ষত বিক্ষত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েচে। † বিখ্যাত ইতিহাস লেখক লেকী সাহেব বলেচেন যে ব্যবসাধর্ম্ম থেকে সভ্যজগতের মিতব্যয়িতাগুণ, শ্রমশীলতা, কার্য্যক্ষেত্রে সময়তৎপরতা, পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ উৎপন্ন হয়েছে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম থেকে হয়নি :—"It is not Christianity but industrialism that has brought into the world that strong sense of the moral value of thrift,

* See Note XI.

† See Note XII.

steady industry, punctuality in observing engagements, constant forethought with a view to providing for the contingencies of the future, which is now so characteristic of the moral type of the most civilised nations."

Canon Bonney LL. D., F. R. S. একজন সুপণ্ডিত পাদ্রী। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক। গত ১৯১৫ সালে তিনি Manchester Cathedral নামক বড় গির্জ্জার বেদী থেকে উপদেশকালে বলেন যে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ বহুকাল থেকে চলে আস্‌ছে; বৈজ্ঞানিকরা সময়ে সময়ে অনধিকার চর্চ্চাদ্বারা অন্যায় করেচেন বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম্মেরধ্বজাধারীরাই দোষী। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন যে যদিও বর্ত্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পৃথিবী গোলাকার ব'লে শিক্ষা দেওয়া হয় তথাপি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দুইজন প্রসিদ্ধ কাথলিক ফাদার ঐ মত অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও দেখা গেছে যে Pope Alexander পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করতেন না যদিও সে সময়ে নাবিকগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সে বিষয়ে স্পষ্ট চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছিল। আরও পরে কাথলিক ছাড়া অনেক প্রটেষ্টাণ্টদেরও ঐ প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসের জন্যেই Copernicus, Kepler এবং Galileo বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির উপর ভীষণ রূপে অত্যাচার করা হয়েছিল। অনেক আগে থেকেই রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, জীবশরীরবিদ্যা (Anatomy) ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ধর্ম্মযাজকদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। শতের অল্পাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য টিকা গ্রহণ প্রথা

অবলম্বন করা হয় তখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী গোঁড়ারা তার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্লোরোফর্ম্ম (Chloroform) প্রভৃতি সংজ্ঞানাশক পদার্থ সমূহের চিকিৎসায় ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা বাইবল ধর্ম্মপুস্তকের দোহাই দিয়ে ঘোরতর আপত্তি করেন। বিকাশোন্মুখ ভূতত্ত্ব-বিদ্যাও তাঁদের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। ১৮৭৮সালে বিলাতে কোন এক ধর্ম্মসমিতি থেকে একটা পুস্তক প্রকাশ হয় তাতে যে সব তত্ত্বপ্রকাশ হয়েছিল সে সব এখনকার কৃতবিদ্য খ্রীষ্টান মাত্রেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে থাকেন কিন্তু সে সময়ে ঐ পুস্তক নিয়ে ধর্ম্মধ্বজাধারীদের মহলে মহা হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৯ সালে যখন Darwinএর Origin of Species নামক পুস্তক প্রথম প্রকাশ হয় তখন গোঁড়ারদল যে রকম চোট পাট করেছিলেন তাঁদের তাতে বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নি কেবল ধর্ম্মান্ধতারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।* বাইবল পুস্তকে পৃথিবীর পরিচিত অংশের বিপরীত দিক সম্বন্ধে কোনোই উল্লেখ না থাকায় যাজকপ্রধান St. Augustine বল্‌তেন যে পেগান রোম ও গ্রীসে ঐদিক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে Cecco d' Ascoli নামক একজন দুর্ভাগ্য জ্যোতিষী পৃথিবী গোলাকার অতএব তাহার একটা বিপরীত দিক নিশ্চয় আছে এই কথা বলেছিলেন ব'লে তাঁকে আগুণে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ১৫১৯ সালে বিখ্যাত নাবিক Magellan পৃথিবীর গোলত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করা সত্বেও তার ২০০ বৎসর পর পর্য্যন্তও অনেক ধর্ম্মভীরু খ্রীষ্টান সত্যটি গ্রহণ করতে পারেন নি। Copernicus জ্যোতিষের গণনা দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত আকার জেনেও প্রাণের ভয়ে কথাটি প্রকাশ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর ৭০ বৎসর পরে কাথলিকরা তাঁহার

---

* See Note XIII,

পুস্তক তাঁদের নিষিদ্ধ পুস্তক তালিকা ভুক্ত করেন এবং তাঁদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত প্রটেষ্টাণ্টরাও অনুকরণ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে সৌর জগতের তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছিলেন। ফলে তাঁকে অনেক কর্ম্মভোগ পোহাতে হয়েছিল। একজন রোমান কাথলিক ফাদার জ্যামিতি শয়তানের সৃষ্টবিদ্যা এই কথা বলায় এবং অঙ্কশাস্ত্র-বিৎগণকে শাস্তি দেওয়া উচিত এরূপ প্রস্তাব করাতে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। মধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক Sir Isaac Newtonকে Methodismএর প্রবর্ত্তক মহানুভব John Wesley ভ্রান্ত জ্ঞান করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ইটালীদেশে পোপেরা বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলন নিষেধ করেছিলেন এবং অনেক কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষতঃ স্পেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে Newtonএর আবিস্কৃত তত্ত্ব শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল।* ধার্ম্মিকতার জোরে ইউরোপে কোনো কালে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যে সকল Heresy Laws নামক আইন জারী আছে তাতে ধর্ম্মঘটিত অপরাধে অতি তুচ্ছ কারণে লোকে, দণ্ডনীয় হতে পারে তবে আজ কাল সে দেশে গোঁড়ামির সে রকম বাড়াবাড়ি না থাকায় সে সকল আইন অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় না আর যদিও হয় তো গরীব লোকের উপরেই হয়। এ সম্বন্ধে Mrs. Bradlaugh Bonnerএর Penalties upon Opinion নামক পুস্তক ইত্যাদির দ্বারা অনেক কথা জানা যায়।** গোঁড়ামির দ্বারা স্বাধীন চিন্তারও জ্ঞানবিকাশের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটে তাহা ইতিহাস পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়। খ্রীষ্টানধর্ম্ম-প্রবীরগণ ধূমকেতুকে একটা কুলক্ষণ

---

* See Note XIV.

** See Note XV.

বলে ভয় করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন হেলির কমেট (Halley's Comet) উদয় হয়েছিল তখন রোমের পোপ তার অন্তর্দ্ধান উদ্দেশ্যে সমস্ত গির্জ্জায় বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেছিলেন। লুথার এরও এ বিষয়ে ঐ রকম ধারণা ছিল। Dieterich নামক একজন জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ বলেছিলেন যে ধূমকেতুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অধর্ম্মের কাজ।* সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন ফ্রান্সে ভূতত্ত্ববিদ্যাচর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হয় তখন বিদ্যোৎসাহীদের Paris নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের নির্ম্মিত গৃহগুলি নষ্ট করা হয়েছিল।† সুপণ্ডিত Lyell যখন তাঁর Principles of Geology প্রকাশ করেন তখন পাদ্রীসাহেবরা অত্যন্ত চটে উঠেছিলেন কারণ ভূতত্ত্ববিদ্যার দ্বারা বাইবলে লিখিত পৃথিবীর সৃষ্টির কাল ইত্যাদি নিতান্ত অমূলক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ডাইনে বিশ্বাস খ্রীষ্টান দেশে অনেক দিন ছিল। যদিও বিজ্ঞানের শিক্ষায় বিশ্বাসটা প্রায় লোপ পেয়েছে তবুও অনেক অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকে এখনো ডাইনে বিশ্বাস করেন। বাইবলে ডাইনদের মেরে ফেলবার বিধি আছে বলে কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয় দল থেকেই ডাইন বলে শতসহস্র লোককে বিশেষতঃ স্ত্রীলোককে মেরে

---

* "At the appearance of a comet we constantly see all Christendom, from Pope to peasant, instead of striving to avert war by wise statesmanship, pestilence by observation and reason, and famine by skilful economy, whining before fetishes, trying to bribe them to remove these signs of God's wrath, and planning to wreak this supposed wrath of God upon unbelievers."—*History of the Warfare of Science and Theology* by A. D. White (London : Macmillan).

† See Note XVI.

ফেলা হ'ত। নানা প্রকার কুসংস্কার এখনও ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ রূপে যায় নি।* এখনও সেখানে তেরজন লোক এক টেবলে খানা খেতে কিছুতেই চাবেন না। ১৭৫২ সালে Benjamin Franklin বজ্রনিবারক শলাকা প্রস্তুত করে অনেক বড় বড় বাড়ী ও গির্জ্জাকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করেন। প্রথম অবস্থায় গোঁড়ারা এর ব্যবহার সম্বন্ধে বাধা দিয়ে ছিলেন এবং তাঁরা বল্‌তেন যে এর ব্যবহার হেতুতে দেশে ভূমিকম্প বেড়েচে। Gorham সাহেব বলেন:—"This invention so beneficial to humanity in general and the clerical order in particular, was at first so strongly objected to by the godly that earthquakes were asserted to have become more frequent owing to the erection of lightening-rods". (*Christianity and Civilization*).

যে রসায়ণ বিদ্যার জন্য পৃথিবীতে এত উন্নতি ঘটেচে গোঁড়ার দল তার চির শত্রু। Roger Baconকে রসায়ণ বিদ্যা চর্চ্চার জন্য ১৪ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। †

প্রাচীন গ্রীকরাই ইউরোপে প্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচার করেন। কিন্তু ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাজকদের অবিরত বাধার জন্যে চিকিৎসাবিদ্যা লোপ পেয়েছিল। পোপগণের শাসনকালে রোম নগরই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। St. Augustine, Tertullian, St. Ambrose এবং অন্যান্য অসংখ্য খ্রীষ্টান লেখকগণ রোগ সমূহ দানবিক বলে জারি করেছিলেন এবং

---

* See Note XVII.

† See Note XVIII.

মহাপুরুষদের (Saints) স্মরণাপন্ন হওয়াই রোগের একমাত্র প্রতিকার নির্দ্ধারিত করেছিলেন। St. Bernard ও সেই মত সমর্থন করেছিলেন। ধর্ম্ম আইনে (Canon law) প্রকাশ ছিল যে ঔষধ ব্যবহার ঈশ্বরের বিধি-বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান কালে ইউরোপে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হয়েচে তার সূত্রপাত ইহুদী ও আরবরা করে যায়। তারা চিকিৎসা শাস্ত্রের দ্বারা অনেক উপকার সাধন ক'রে এবং তার ফলে তারা খ্রীষ্টানজগতে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায় ও অনেক অত্যাচার ভোগ করে। Vesalius শবশরীর বিদ্যায় (Anatomy) একজন পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চার ফলে গোঁড়াদের তাড়নায় তাঁকে দেশছাড়া হ'তে হয়ে ছিল এবং বিদেশেই তিনি বেঘোরে মারা যান। ইউরোপে মধ্যযুগে উচ্চপদস্থ লোকেরা আবশ্যক হ'লে গোপনে ইহুদী ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাতেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের উপর বিরুদ্ধাচরণ করতে ছাড়তেন না। এ বিষয়ে যাজক সম্প্রদায় অত্যন্ত বৈরক্তি প্রকাশ করে বল্‌তেন "শয়তানের সাহায্যগ্রাহী ইহুদী চিকিৎসকের হাতে বেঁচে ওঠা অপেক্ষা যীশুর ক্রোড়ে মরাও ভাল।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ও ইংরাজ যাজক সম্প্রদায় বাইবলের দোহাই দিয়ে বসন্ত টিকার বিরোধী হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Dr. David Waldie সাহেব Chloroform আবিষ্কার করেন এবং তাহা অস্ত্র চিকিৎসা ও প্রসব বেদনা নিবারণের জন্য ব্যবহার হয়। বাইবলে লেখা আছে যে মানবের পতন কালে ঈশ্বর প্রথম মানবী ইভ্ (হেবা) কে এই বলে অভিসম্পাৎ করেন যে অতঃপর স্ত্রীজাতিকে গর্ভ যাতনা ভোগ করতেই হ'বে। Chloroform প্রচলন হ'লে যাজক সম্প্রদায় একবাক্যে বলেন যে ইহার ব্যবহার ঈশ্বরের বিধি বহির্ভূত এবং নিতান্ত গর্হিত। *

---

* "In sorrow shalt thou bring forth children."—Gen. iii-16.

ইংলণ্ডের অনেক যাজক মহাপ্রভুও ঐ সুরে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু অবশেষে যখন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ঐ সংজ্ঞা নাশক দ্রব্য সূতিকাগারে ব্যবহার করলেন তখন দায়ে পড়ে তাঁদের মৌনাবলম্বন করতে হয়েছিল। * হিন্দুজাতির কোন কথা এ ক্ষেত্রে উত্থাপন করা আমাদের অভিপ্রায় নয় কিন্তু এদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রসম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্রের মন্তব্য এস্থানে উল্লেখ করলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না:—"No one can read the rules contained in great Sanskrit medical works without coming to the conclusion that in point of knowledge the ancient Hindus were in this respect very far in advance not only of the Greeks and Romans but of mediaeval Europe." † এই কথা Sir W. W. Hunter'ও বলেন। §

"The clergy of all denominations with almost unanimous voice declaimed against him as impious, for seeking to avert from womanhood the penalty which the sin of Eve and fiat of the Deity had imposed and suggested, without this salutary discipline, the good behaviour and morality of women could not be guaranteed."—*The Edinburgh Evening Despatch.*

A clergyman wrote :—"Chloroform is a decoy of Satan, apparently offering itself to bless woman, but in the end it will harden society and rob God of the deep earnest cries which arise in time of trouble for help."

* "It was not until Queen Victoria had herself taken chloroform during a confinement that the clamour of a section of the clergy began to give way before the voice of wisdom and experience." *Discovery* or *The Spirit and Service of Science* (London : Macmillan, 1917.)

† *The Englishman*, October 1880. § *Indian Empire*, p. 117.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা জগতে যে রকম আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটেছে সে রকম বোধ হয় আর কিছুতে হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রথম সূত্রপাত। Papin নামক একজন ফরাসী ডাক্তার প্রুষিয়ার হানোবর প্রদেশে ফল্‌দা নদীতে সর্ব্ব প্রথমে একটী বাষ্পীয় জাহাজ চালিয়ে দেখেছিলেন। জাহাজটী সুবিধাজনক হয়নি। তার প্রায় একশত বৎসর পরে ইংরাজ Fulton সাহেব আর একটী প্রস্তুত করেন। আমেরিকায় ডেলাওয়ার নদীতে John Fitch নিয়মিত ভাবে যাত্রীগমনাগমনের ষ্টীমার চালিয়েছিলেন। বাষ্পীয়যান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৯১২ সালে মার্চমাসে Scribner's Magazine পত্রিকায় Mr. Stanley M. Arthurs সাহেব প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন যে প্রথম অবস্থায় অনেক ধর্ম্মভীরু লোকে বলেছিলেন যে অগ্নি ও জলের সংযোগে যে শক্তির উৎপত্তি সে শক্তি খোদ শয়তান প্রসূত। * রেলপথ নির্ম্মাণ হ'লে পাদ্রীরা প্রথমে এই ব'লে আপত্তি করেছিলেন যে পবনকে অতিগমন করা মানুষের অনুচিত কারণ তাহাতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।

কাঁটাচামচের যোগে খানা খাওয়া সভ্যতার লক্ষণ বিশেষ। ইংলণ্ডে

* "The superstitious still believed that the power engendered by fire and water belonged to the devil."—*Scribner's Magazine*, March, 1912.

"History, they say, repeats itself, and in the matter of railways it certainly does, for the old school of Dutchmen in South Africa exhibit all the prejudice to the iron horse that George Stephenson had to contend against in this country at the beginning of the present century."—*The Other Man and Myself*, (Oliver Osborne) London : 1892.

সপ্তদশ শতাব্দীতে কাঁটার প্রথম প্রচলন হয়। তখনকার একজন লেখক Coryat সাহেব বলেছেন যে তিনি যখন গোড়ায় কাঁটা ব্যবহার করেন তাঁর কোন বন্ধু খুবই বিদ্রূপ করেছিলেন। জার্ম্মানীর যাজক সম্প্রদায় কাঁটার দ্বারা খানা খাওয়া একটা পাপ কার্য্য ব'লে স্থির করেছিলেন। তাঁরা বলতেন "ঈশ্বর আমাদের নানা প্রকার দিব্য খাদ্য দিয়েছেন, আমরা হাতে না খেয়ে যদি কাঁটা দিয়ে আহার করি তা' হ'লে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা করা হয়"। *

ছাপাখানা যখন ইউরোপে প্রথম স্থাপিত হয় তখন সূক্ষ্মবুদ্ধি যাজক মহাশয় ব্যবস্থা দিলেন যে জিনিসটা শয়তানের ইন্দ্রজালসম্ভূত অতএব ওর কাছে যাওয়া অনুচিত। সে সময়ে আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশের একজন পরম ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তা (Governor) বলেছিলেন :—" বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে সেকালে ভার্জিনিয়াতে অবিশ্বাসের বীজ বপনকারী কোনও মুদ্রাযন্ত্র বা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।" †

* "In some parts of Europe forks were considered a useless luxury and sinful indulgence, and were for a long time under the ban of the clerics. In Germany the ordinary people regarded the innovation as an absurd affectation, while the clerics considered them an insult to Providence who had given man wholesome food which he ought not to be ashamed to touch with his fingers."—Mr. Wilson D. Wallis of the University of Pennsylvania in the *Journal of Race Development* published under the auspices of the Clerke University, Worcester, Mass., U. S A.

† "When printing was invented it was hated by the Church as the black art, and a Governor of Virginia said :— 'I thank God that in those days there was not a printing press nor a school in all Virginia to breed heresy.'"—*A New Catechism* by M. M. Mangasarian.

ইউরোপীয় মহাসমরের কিছু পূর্ব্বে ১৯১৪ সালে জেরুজিলাম সহরে বৈদ্যুতিক আলো এবং ট্রামগাড়ী প্রচলন করবার প্রস্তাব উঠেছিল। Church Missionary Societyর জনৈক পাদ্রীসাহেব সে বিষয়ে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। তিনি বলেন প্রাচীন পুণ্যভূমিতে ঐ সকল আধুনিক অনুষ্ঠান ধর্ম্মের হানি করবে (" will be positively near to profanity ")। জেরুজিলাম হ'তে যীশুর জন্ম স্থান বেথলিহাম পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী খুলিবার কথা হইলে একজন রোমান কাথলিক ফাদার ধূয়া তুল্লেন যে প্রস্তাবটী নিতান্ত ঘৃণাজনক ("utterly abhorrent")। এখন ঐ দেশ বৃটিশরাজের অধিকারে এসেছে আর সম্ভবতঃ থেকেও যাবে। প্রাচীনতা রক্ষার জন্যে প্রতাপশালী বৃটিশরাজ যত্নবান হ'বেন কি ?

শিল্পচর্চ্চা ও সে বিষয় উন্নতি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের বহুপূর্ব্বে ঘটেছিল। ইউরোপে পেগান গ্রীস শিল্প সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছিল। Gorham সাহেব বলেন " The noblest art forms are the product of pagan Greece. " *

যে গ্রীক্ ও লাটিন্ সাহিত্যের কল্যাণে ইউরোপে শিক্ষানুশীলনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে সেই সাহিত্য-দমনের জন্য যাজক চূড়ামণি Pope Gregory the Great কিরূপ কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন তাহাও ঐতিহাসিক পাঠকদের অবিদিত নেই। Mr. E. S. P. Haynes লেখেন :—" Greek was regarded as the language of

---

"For a length of time, as might have been expected considering its power and favouring adventitious circumstances, the pulpit maintained itself successfully against the press. Nevertheless its eventual subordination was none the less sure."—*The Intellectual Development of Europe* (Draper)

* *Christianity and Civilisation* (Gorham). P. 106

heresy, and it was distinctly discouraged by Gregory the Great, who, though *responsalis* at Constantinople for seven years, never learnt it, and was dismayed to hear the rumour that some of his sermons were circulating in Greek. It is only fair to Gregory to add that he did his best to discourage Latin learning as well as Greek, but probably had less power to do so." (*Religious Persecution :* London, Watts & Co., 1906).

যেখানে বিবাহ-বন্ধনের খুব বেশীমাত্রায় শৈথিল্য সেখানে জাতীয় জীবন ও সেই সূত্রে জাতীয় ধর্ম্ম কি করে গৌরব বজায় রাখ্‌তে পারে ? ইউরোপ ও আমেরিকাতে কথায় কথায় যেরূপ আদালতের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce) ঘটতে দেখা যায় তাতে খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি আমাদের ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এক প্রকার দুঃসাধ্য। অল্পদিন হ'ল একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে দেখা গিয়েছিল যে ১৯১৯ সালে শুধু নিউইয়র্ক জেলাতেই এক হাজার তিনশতের অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের মকদ্দমা বিচার হয়। ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে দুই জন বড় আদালতের বিচারপতি বলেছেন যে নৈতিক দুর্গতি থেকে এ সকল মকদ্দমার উৎপত্তি। * বর্ত্তমান সময়ে দাম্পত্য প্রেম ইংলণ্ডে কিরূপ নিন্দনীয় ভাব

* "Supreme Court Justice Greenbaum declares that this alarming state of affairs is due to 'the lack of sanctity in the home, the looseness of modern times, and the insane fly-by-night method of living. Many thousands of our boys returning home from the war have found their wives to be something different from what they thought. The moral side of life is not looked upon as strongly as it used to be.' Supreme Court Justice Davis says :—'This great number of divorces in 1919 were not among the well-to-do. They came from poverty, the excessive cost of living, and the unwilling-

ধারণ করেছে তা' শ্রীযুক্ত Rev. J. Gough McCormick (Dean of Manchester) সাহেবের কথায় স্পষ্ট প্রমাণ হয়। তিনি বলেন :—
"Marriage as a sheer adventure, has been enormously intensified by the war wedding. Its characteristics were haste, light-heartedness, and unreality. Its test consisted of long and anxious periods of separation, varied by a succession of short honeymoons. At its worst it consisted of hard service for the man, plus what distraction he could find abroad, while his wife developed a taste for the wildest liberty, entered upon under the aegis of the title 'Mrs.', and refused to recognise her husband's claim upon her sole attention even during his periods of leave. Complete absence of reticence is another salient fact of modern marriage. The Victorian theory with regard to sex relations was a conspiracy of silence. Freedom came to stay. The suffrage movement lifted the veil of knowledge. Finally came the war, with the result that the pathetic and wasted figure of the Victorian chaperone was unconventionally bundled into her grave." (*Daily Express*, February, 1920).

ness to suffer until the world adjusted itself. The marriage vow is not respected or understood by countless thousands.'" (*Indian Daily News*, February 25, 1920).

উচ্চ নীতি শিক্ষা জাতীয় শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্ব্বজীবে দয়া যদিও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা নয় তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে যে অন্যান্য হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের নীতিমালা অতি চমৎকার। পাদ্রীসাহেবরা বলেন যে ঐ নীতিমালা যীশুর আগমনের আগে কোনো কালে কোনো দেশে ছিল না। এ কথা যদি প্রকৃত হয়.তাহ'লে উহাকে খ্রীষ্টানধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ ব'লে আমাদের মেনে নিতেই হ'বে। কিন্তু প্রকৃত কথা কি? জগতের ইতিহাস কি ও কথা সমর্থন করে? ইতিহাসে স্পষ্টই প্রকাশ আছে যে যীশুর জন্মের বহু পূর্ব্বে অপরাপর জাতিরও ঐরূপ উচ্চ নীতিমালা ছিল। বুদ্ধদেব যীশুর জন্মের বহু পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরবর্ত্তী অশোকরাজ প্রভৃতির শিক্ষা তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। সে বিষয়ে পূর্ব্বকালে Sir J. Emerson Tennant, Major Evans Bell প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকগণের এবং ইদানীং Professor Rhys-Davids ও Professor H. G. Rawlinson সাহেবের উক্তি উল্লেখ যোগ্য। * Mr. Charles T. Gorham ও Mr. J. A. Farrer ইতিহাস অবলম্বন করে বলেছেন যে পেগান রোমের হিতোপদেশ ও নৈতিক ব্যবহারের তুলনা নাই। † ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা একটী সদ্‌গুণ। খ্রীষ্টানধর্ম্ম সে গুণে বর্জ্জিত। যীশু স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন—"যারা আমাকে বিশ্বাস না করে তারা শয়তানপুত্র এবং তারা নরকে স্থান পাবে।" ** এ বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের শিক্ষা ও ব্যবহার খ্রীষ্টানধর্ম্মের শিক্ষা ও ব্যবহার হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৌদ্ধ অশোকের পাথরে খোদাই করা যে সব অনুশাসন পাওয়া গেছে তাতে পরধর্ম্ম প্রতি সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে কেমন উপদেশ আছে তা' Professor

---

* See Note XIX

† See Note XX

** Matt. x-14, xviii-17 ; Mark xvi-10 ; Luke xix-27 ; Psalm cix.

Rawlinson সাহেবের পুস্তক পাঠ করলে সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টান জগতে যে সহিষ্ণুতা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' কেবল জ্ঞানোন্নতির ফলে হয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে হয়নি। স্বনামধন্য Buckle সাহেব একথা স্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন। * খ্রীষ্টান ইউরোপের মধ্যে রুষদেশে সবে মাত্র ১৯০৩ সালে সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার-নীতির প্রথম প্রচার হয়। ইংলণ্ডেও দেখ্‌তে পাই যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিচারালয়ে ইহুদী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধীদের সাক্ষ্য আইন-অনুসারে গ্রহণীয় ছিল না ** এবং যে পর্য্যন্ত ১৮৫৮ সালে Jewish Relief Act জারি না হয়েছিল সে পর্য্যন্ত ইহুদী কোন ব্যক্তি পার্লামেণ্টে সভ্যর আসনে বসবার অধিকার পেতেন না। §

সর্ব্বজীবে দয়া সভ্যতার একটী লক্ষণ। জীব অর্থে আমরা শুধু মানব জাতি বুঝি না, মূক জীবজন্তু সকলকেও বুঝি। কিন্তু বাইবলে লেখা আছে যে ঈশ্বর প্রথমে আদমকে এবং তারপর নোয়াকে সমস্ত স্থলচর জলচর ও খেচর জীবের উপর একাধিপত্য দান করে ঐ সকল জীব জন্তু মানুষের খাদ্য বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন। ফলে জীবে দয়া বল্লে খ্রীষ্টজগতে

* See Note XXI

** "Jews and heretics were long considered incompetent witnesses, and it was not until after the celebrated case of *Omichand* versus *Barker* in 1744 that more enlightened views began to prevail."—*The Law of Criminal Evidence in British India* by Dr. J. V. Ryan LL. D., Barrister-at-Law, of the Indian Police. (Calcutta : R. Cambray & Co., 1912).

§ "In 1847 the election of Rothschild to Parliament raised the question of Jewish disabilities. Were the ancient enemies of Christianity to be allowed in the governing body of a Christian country ? The controversy was settled by the Jewish Relief Act of 1858."—*Religious Persecution* by E. S. P. Haynes. (London : Watts & Co., 1916)

কেবল মানবজাতির উপর দয়া বোঝায়। আজও সভ্য স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই একটা বড় তামাসা আর উন্নত ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে খেঁকশিয়ালীও হরিণ শিকার বড় লোকদের আমোদ। * বিখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer একশত বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টানধর্ম্মের এই গলদটীর তীব্র আলোচনা করেছিলেন। ** হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ—"মাহিংসাৎ সর্ব্বভূতানি।" পুরাতন গ্রীক্ ও রোমানরাও সর্ব্বজীবে দয়া ও নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। † এই কলঙ্ক-মোচন ইউরোপে আজ

* See Note XXII

** "I may mention here another fundamental error of Christianity, an error which cannot be explained away, and the mischievous consequences of which are obvious every day. I mean the unnatural distinction Christianity makes between man and the animal world, to which he really belongs. It sets up man as all-important, and looks upon animals as merely things. Brahmanism and Buddhism, on the other hand, true to the facts, recognise in a positive way that man is related to the whole of nature, and specially and principally, to animal nature, and in their system man is always represented, by the theory of metempsychosis and otherwise, as closely connected with the animal world."—*The World as Will and Idea* (1819).

† "Kindness to animals is one of the tests of civilization, and in this branch of ethics comparisons are not very favourable to the Christian Church. Cicero, Plutarch and the Pythagoreans enjoined humanity in the strongest terms and in the Roman Empire vegetarianism was adovcated on precisely the same grounds of tender regard for animal life as it is in the present day. The Church held that the animals had no souls, and therefore that men were under no obligation to treat them with kindness...........Even in the nineteenth century we find Pope Pius IX refusing to sanction a society for the prevention of cruelty to animals on the ground that it was an error to suppose Christians owed any duties to dumb creatures !"—*Christianity and Civilisation.*

পর্য্যন্ত যতদূর ঘটেছে সে কেবল জ্ঞানোন্নতির ফলে, ধর্ম্মের প্রভাবে নয়। *
বিজ্ঞান বিবিধ প্রকারে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভ্রান্তি ধরে দিয়েছে, কেবল এই বিষয়ে নয়। এখন যদি কেউ বলে "জানোয়ারদের অনুভব শক্তি নেই তার প্রমাণ আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকের বচন" সে কথা সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই বাতুলোক্তি বলে উড়িয়ে দেবে। ইদানীং আমাদের দেশের গৌরব সার জগদীশ চন্দ্র বসু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভিদের ও অনুভবশক্তি আছে। বাইবল রচনা কালে মানুষের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রচয়িতাদের বুদ্ধির দৌড় যতটাছিল ততটাই তাঁদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার বেশী কি করে হ'তে পারে?

মানবজাতীর—স্ত্রী ও পুরুষের—প্রতি খ্রীষ্টানধর্ম্ম কিরকম দয়া শিক্ষা দান করেন এটাও আমাদের জানা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির বিষয় তোলবার আগে সাধারণ মানবের বিষয় আলোচনা করা যাক্। হ্যাম-পুত্র কেনানের প্রতি নোয়ার কঠোর অভিসম্পাতের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ সেই থেকেই কৃষ্ণকায় আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশবাসীদের দুর্গতির সূত্রপাত। New Testament এ ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে কোনরূপ উক্তি দেখা যায় না। St. Paul কেবলমাত্র দাসহরণকারীদের খুব নিন্দাবাদ করেছেন ইহাই আমরা উক্তগ্রন্থে দেখতে পাই। ১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত সুসভ্য আমেরিকাতে ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। † পাদ্রীরা ধর্ম্ম পুস্তকের বচন অবলম্বন করে ঐ প্রথা সমর্থন করতেন। মহাত্মা Gladstone এর পিতা John Gladstone সাহেবের ওয়েষ্টইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। তাঁর কফি ও ইক্ষুর আবাদে কাফ্রী দাস-দাসীরা

* See Note XXIII.

† See Note XXIV.

কাজ করতো। ১৮৩০ সালে যখন এই নিন্দনীয় প্রথা উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব উত্থাপন হয় তখন John Gladstone সাহেব একখানি পুস্তকে প্রকাশ করেন যে কাফ্রীদের স্বভাব এম্‌নি ভাবে তৈরী যে তাদের জোর করে খাটালে তারা বেশ সুখী হয়, তাদের দাসত্বভোগ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে; দাসত্বপ্রথা প্রচলন থাকায় উপনিবেশ সমূহের খুব উন্নতি সাধন হয়েছে; উঠিয়ে দিলে অনিষ্ট হবে; দূরদেশের কাফ্রীদের জন্যে মাথা না ভাবিয়ে নিজের বিলাতের দারিদ্র মোচন চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। * ১৮৬১ সালে যখন এই ব্যাপার নিয়ে আমেরিকাতে ঘোরতর গৃহযুদ্ধ হয় তখন স্বয়ং Gladstone এবং অধিকাংশ বড় বড় ইংরাজ দাসত্বপ্রথা-রক্ষণশীল দলের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। ইংলণ্ডের এই কলঙ্ক কাহিনীর বিষয় কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একটি সংবাদপত্রে বিশেষ ভাবে সমালোচিত হয়েছিল। ** যদিও দাসত্ব প্রথা অনেকটা উঠে গেছে তথাপি আমেরিকায় নিগ্রো নিগ্রহ আজও নিবারণ হয়নি এবং আমরা Lynching নামক পাশবিক অত্যাচারের কথা এখনো সময়ে সময়ে শুনতে পাই। † কাল রূপের উপর শ্বেতাঙ্গদের এমনি ঘোরতর বিতৃষ্ণা যে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেছেন যে নিগ্রোরা মানুষই নয়

* *Life of Gladstone* (Morley).

** See Note, XXV.

† "Italy has told America that the non-suppression of lynching in the United States is unworthy of a nation in the van of civilization."—Reuter's Telegram, London, May 7, 1903.

"A Washington report says President Wilson made a statement denouncing mob rule in the United States and calling upon his countrymen to show the world that while fighting for democracy abroad they were not destroying it at home. He uttered an emphatic denunciation of recent lynchings of negroes and of the German Robert Prager, as a blow at the heart of order, law and human justice."—*Indian Daily News*, Sept. 10, 1918.

এক জাতীয় উন্নত বানর বিশেষ। নিগ্রোরা যে প্রকৃতপক্ষে মানব-শ্রেণীভুক্ত এই কথা শ্রীযুক্ত Rev. J. G. Wood সাহেবকে তাঁহার "Natural History" গ্রন্থে অনেক পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে হয়েছে।

তা' ছাড়া. আমেরিকার আদীমনিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানরা সভ্য আমেরিকানদের চাপে প্রায় লোপ হয়ে এসেছে। জাপান প্রভৃতি এসিয়াবাসীদের উপরও আমেরিকানরা ঘোরতর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। আফ্রিকাখণ্ডে ইউরোপীয়দের কীর্ত্তি কাহিনী বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। অনেক ঘটনা আমাদের চোখের উপরেই ঘট্‌চে। অষ্ট্রেলিয়ার আদীম নিবাসীদের যা' ঘটেচে তার আভাস Mark Twain প্রভৃতির পুস্তকে পাওয়া যায়।* জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট উইলিয়ামের আর যতই দোষ থাকুক তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান। তাঁর অহঙ্কারের মূলে আর কিছুই নাই কেবল অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাস যে তিনি ঈশ্বরের বরপুত্র। যে কাজে হস্তক্ষেপ করবেন তাতেই জয়লাভ হবে। ১৮৯১ সালে পোর্টুগালের একটী সংবাদ পত্রে ঐ দেশের একজন গ্রন্থকার (E. de Queiroz) কাইসারের যেরূপ চরিত্র সমালোচনা করেছিলেন তাহা মহাযুদ্ধের সময় বর্ণে বর্ণে সপ্রমাণিত হয়েচে। গ্রন্থকার বলেছিলেন :—" The world has never seen, since the days of Moses on Sinai, such intimacy, such an alliance between the creature and the Creator. He is the favourite of God, he holds conference with God in the burning bush of his Berlin Schloss, and at the

* *More Tramps Abroad* (Mark Twain) ; *Sketches of Australian Life* (Mrs. Campbell Praed).

instigation of God he is leading his people to the joys of Canaan. Truly he is Moses II."
কয়েকবৎসরপূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড জার্ম্মাণী ফ্রান্স, প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীনের শাসন উদ্দেশ্যে পিকিং রাজধানীতে একযোগে সৈন্য পাঠান তখন গর্ব্বিত জার্ম্মাণ সম্রাট্ তাঁর নিজ সৈন্যদের বলেছিলেন :—" আটিলা রাজার অধীনস্থ Hun বর্ব্বরেরা ইউরোপীয়দের যেমন দুর্গতি করেছিল তোমরাও চীনের সেইরূপ অবস্থা কোরো।" * পিকিং শহরে ও চীনদেশে সেই উপলক্ষে যে লুটতরাজ হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯০১ সালে ডিসেম্বর মাসের "Review of Reviews" মাসিক পত্রে প্রকাশ হয়েছিল। লেখক বলেছিলেন :—" The whole miserable story of the expedition to Peking will remain as a bad blot on the history of Western civilization in Eastern lands."

বাইবলের Old Testament অর্থাৎ উত্তর খণ্ডে বিবৃত আছে যে ইজরায়েলের সন্তান অর্থাৎ ইহুদীরাই ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিল। জেহোবা স্বয়ং তাদের মুরব্বি স্বরূপ ছিলেন, তাদের বিশেষ ভাবে পালন করতেন এবং বিপদের সময় তাদের পক্ষ অবলম্বন করে অপর জাতিদের শাসন ও দমন করতেন। প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের এই সঙ্কীর্ণ ভাব ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে আসচে এবং সভ্য মানুষ এখন বুঝতে পেরেচে যে ঈশ্বর সকল মানুষেরই পিতা কোন জাতি-বিশেষের হাতধরা নন্। Darwin তাঁহার বিখ্যাত "The Descent of Man" পুস্তকে লিখেচেন :—" The chief cause of the low morality of savages is the confinement of

* See Note XXVI.

sympathy to the same tribe. As man advances in civilization and small tribes are united into large communities, the simplest reason would tell each individual that he ought to extend his social instincts and sympathies to all the members of the same nation, though personally unknown to him. This point being once reached, there is only an artificial barrier to prevent his sympathies extending to the men of all nations and races. Sympathy beyond the confines of man, that is, humanity to the lower animals, seems to be one of of the latest moral acquisitions.... This virtue, one of the noblest with which man is endowed, seems to arise incidentally from our sympathies becoming more tender and more widely diffused, until they are extended to all sentient beings."

রমণীকে আমরা পাশ্চাত্যদেশে যে উচ্চ আসনে দেখতে পাই, তাঁকে সে আসনে কে বসাল ? খ্রীষ্টান ধর্ম্ম কি তাঁকে এই অধিকার দিয়েছেন ? যাঁরা ঐ ধর্ম্মকে আদর্শ ধর্ম্ম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁরা অবশ্য তাই বলেন। বলবারই কথা। কিন্তু কথাটি কি সত্য ? বাইবল ধর্ম্মপুস্তক এবিষয়ে কি শিক্ষা দিয়েছেন দেখাই যাক্। লিখিত আছে যে প্রথম মানবী হেবা (Eve) দ্বারাই এ জগৎ পাপবিদ্ধ হয় এবং সেই সূত্রে জেহোবা কোপান্বিত হয়ে এই অভিসম্পাত দিলেন যে স্ত্রীজাতিকে প্রসব বেদনা ভোগ করতেই হবে এবং স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকতে হবে। সেই থেকেই খ্রীষ্টান সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল। নারীর সম্বন্ধে বাইবলের ব্যবস্থা এইরূপ :—

"স্ত্রীলোককে শিক্ষাদানের অধিকার বা পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্বের অধিকার আমি দিতে পারি না। স্ত্রীর পক্ষে মৌনাবলম্বন করাই বিধি।"

"হে স্ত্রীগণ! তোমরা স্বামীকে প্রভুজ্ঞান করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তুমি স্বামীগত প্রাণ হয়ে থাকবে এবং তিনি তোমার উপর প্রভুত্ব করবেন।"

"স্ত্রীই প্রথমে পাপাচরণ করে; অতএব তাকে শাসনে রাখিবে।" *

একথা সত্য যে এ দেশে যখন পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য খুব বেড়ে উঠেছিল তখন থেকে স্ত্রীলোকদের বেদে অধিকার, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন নিষেধ হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোন নিষেধ আজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না, পরন্তু গার্গী প্রভৃতি স্বনামধন্যা মহিলাদের শাস্ত্রালোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈদিক যুগে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করতেন। কিন্তু বাইবলের বচন দেখে বিবেচনা হয় যে সেরূপ অধিকার রমণীকে দেওয়া হয়নি। †

আমরা দেখতে পাই প্রাচীন রোমীয় আইন কর্ত্তারা ক্রমশঃ স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিপন্ন করেছিলেন। বিখ্যাত আইন বিশারদ Sir Henry Maine বলেন যে প্রায় গোড়াতেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দ্বারা এই ভাবকে সঙ্কীর্ণতর করে ফেলা হয়েছিল। ** St. Paul স্ত্রীলোকের

* "I suffer not a woman to teach, nor usurp authority over the man, but to be in silence."—Tim. ii, 12.

"Wives, submit yourselves to your husbands as unto the Lord."

"Thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee."

"She was the first in the transgression, therefore keep her in subjection."

† "Let the women keep silence in the churches; for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they learn anything, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church."—I Cor. xiv, 34, 35.

** "Christianity tended somewhat from the first to narrow this remarkable liberty."—*Ancient Law*, ch. v.

কর্ত্তব্য বিধান করে বলে গেছেন যে স্ত্রীলোককে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। Sir John Donaldson বলেন যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রথম প্রাদুর্ভাব কালে এই ধারণা ছিল যে পুরুষের দ্বারা অনেক উচ্চ উদ্দেশ্য সাধিত হবে কিন্তু কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি। * St. Cyprian, St. Augustine, এবং St. Chrysostom স্ত্রীলোকের নিকৃষ্টতা নানা ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ** বহু বিবাহ প্রথা যেখানে প্রচলিত দেখা যায় সেখানে স্ত্রীজাতির সম্মান আছে একথা বলা যায় না। আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিকেরা অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রথা প্রচলিত রেখেছিলেন এবং লুথার ও অপর ধর্ম্ম সংস্কারকরাও উহাতে বাধা দেন নাই। Lecky বলেন যে নবম হতে পঞ্চদশ শতাব্দীর Feudal আইন দ্বারা খ্রীষ্টান জগতে স্ত্রীলোকদের যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল তার অপেক্ষা পেগানদের আমলে তাদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তিনি অন্যত্র বলেচেন যে পূর্ব্বেও খাস ইংলণ্ডের আইন স্ত্রীজাতির বিশেষ প্রতিকূল ছিল। বর্ত্তমানকাল সম্বন্ধে একজন আমেরিকান মহিলা বলেন যে প্রটেষ্টাণ্ট

---

* The prevailing attitude with regard to women was that while "man was human being made for the highest and noblest purposes, woman was a female made to serve only one."—*Woman : Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome and among the Early Christians.* (London: Longmans)

** "When Christian women desired to teach they were forbidden by St. Cyprian to do so. Augustine emphatically taught woman's inferiority, and in recommending a life of asceticism urged a young man to thrust his mother aside and embrace the cross. Chrysostom looked upon woman as a 'necessary evil,' a 'domestic peril,' a 'deadly fascination and calamity'."—*Christianity and Civilisation.*

যাজকেরাই স্ত্রীজাতির প্রধান শত্রু। কয়েকজন স্বাধীনচেতা স্ত্রী ও পুরুষের দ্বারা বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি হয়েচে। তাঁদের মধ্যে Mary Wollstonecraft, Harriet Martineau এবং John Stuart Mill এর নাম উল্লেখ যোগ্য। Mill বলেচেন যে পাশ্চাত্য জগতে পুরাণ কুসংস্কার প্রায় সমস্তই বর্জ্জিত হয়েচে কিন্তু এই একটি গুরুতর বিষয়ে কোনো উন্নতি হয়নি এবং স্ত্রীজাতির হীনতা এখনো বর্ত্তমান রয়েচে। Jeremy Bentham, Richard Cobden ও Benjamin Disraeli স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে সহায়তা করেছিলেন। Mr. Joseph McCabe বলেচেন যে যে সব মহানুভব ব্যক্তিরা এই মহৎকার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিরোধী। McCabe সাহেব এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েচেন আমরা তা সম্পূর্ণ অনুমোদন করতে বাধ্য:—"স্ত্রীলোকেরা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কাছে ঋণী এ কথা বলা সত্যের অপলাপ করা মাত্র।*

এরূপ বিষয়ে জাতীয় চরিত্র একটি বিশেষ পরীক্ষা ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের চরিত্র বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী Lloyd George সাহেব গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালের এপ্রেল মাসে বলেছিলেন, "আমরা তিনটি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছি, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও সরাপ, এবং ইহার মধ্যে সরাপই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী।" ইংলণ্ডের মত দেশের পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগ কল্পনাতীত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সভ্যতাভিমানী ইউরোপে যে পরিমাণ জিঘাংসা ও বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গেছে তার তুলনা হিদেন জগতে অনেক অন্বেষণ করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। গত ১৯১১ সালে

* See Note XXVII.

খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে *Statesman* সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ হয়েছিল তাহা উল্লেখযোগ্য ঃ—"Perhaps the most obvious and melancholy reflexion awakened in us by the event we commemorate to-day is the thought how far we have travelled from the ideal of the New Dispensation. Milton has sung, how on that first Christmas morn

'Nor war nor battle sound
Was heard the world around,
The idle spear and shield were high uphung.'

But we have left that day far behind. What a satire upon Christianity is furnished by the fact that after more than nineteen centuries of its teaching, the foremost nations of the world who profess its tenets are more fiercely engaged in preparations for war than in the days when temples were raised in honour of Mars and Bellona had her devotees. To whatever quarter of the world we turn, we see the same spectacle. Nations armed to the teeth stand on guard to meet or anticipate the shrill trumpet-blast that may usher in Armageddon." তিন বৎসরের মধ্যেই *Statesman* এর এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও আজ সমস্ত যোদ্ধৃ-জাতির শক্তিক্ষয় হওয়াতে একটা প্রকাশ্য শান্তি স্থাপিত হয়েছে, তবুও ইউরোপের আভ্যন্তরিক অবস্থা প্রণিধান করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই শান্তি একটি বিভীষিকা মাত্র। আজকাল হিন্দুদের যেমন ঘোর কলি পড়েছে খৃষ্টানজগতেও তেমনি ধর্ম্মের অনাদর ঘটেচে—এটা আমরা স্পষ্টই

দেখ্‌তে পাই। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ধর্ম্মের যথেষ্ট মর্য্যাদা ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুপরিচিত সাহিত্যিক ও প্রকাশক Charles Knight এক শত বৎসর আগে লণ্ডন নগরে খৃষ্টমাস পর্ব্বদিনের যে চিত্র এঁকে ছিলেন তার দ্বারা সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন :—
"Drunkenness prevailed everywhere, not shame-faced drunkenness, creeping in maudlin helplessness, but rampant, insolent, outrageous drunkenness...... No decent woman, even in broad daylight, would at the holiday season dare to walk alone in the Strand or Pall Mall." Edmund Burke সাহেব ১৭৫০ সালে লণ্ডন সহরের এরূপ বিবরণ দিয়েছেন :—"A description of London and its natives would fill a volume. The buildings are very fine: it may be called the sink of vice: but its hospitals and charitable institutions, whose turrets pierce the skies like so many electrical conductors, avert the wrath of Heaven." (*Selected English Letters : London, Humphrey Milford.*) এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকবি Lord Tennyson তাঁর Locksley Hall কাব্যে লণ্ডন সহরের যে চিত্র এঁকেছেন তাহাও উল্লেখ করা যেতে পারে :—

"There among the glooming alleys Progress halts on palsied feet,
Crime and hunger cast our maidens by the thousand on the street.
There the Master scrimps his haggard sempstress of her daily bread,
There a single sordid attic holds the living and the dead.
There the smouldering fire of fever creeps across the rotted floor,
And the crowded couch of incest in the warrens of the poor."

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে যে কিরূপ ফলোৎপাদন হয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা Herbert Spencer তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে বাইবল ধর্ম্মপুস্তক উল্লেখিত স্বর্গরাজ্যসুখের আশা এবং নরকভীতি দ্বারা ইউরোপে আদৌ কোন প্রকার সুফল ফলে নি। † তিনি তো পঁচিশ বছর পূর্ব্বে এ কথা লিখে গেছেন। বিগত মহাসমরেও খ্রীষ্টান জাতিগণ—বিশেষতঃ জার্ম্মনেরা—যেরূপ সভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে হতভাগ্য হিদেনদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে।*

† "Much astonishment may, indeed, reasonably be felt at the ineffectiveness of threats and promises of supposed supernatural origin. European history dyed through and through with crime, seems to imply that fear of hell and hope of heaven have had small effects on men. Even at the present moment, the absolute opposition between the doctrine of forgiveness preached by a hundred thousand European priests and the actions of European soldiers and colonists who out-do the law of blood-revenge among savages, and massacre a village in retaliation for a single death, shows that two thousand years of Christian culture has changed the primitive barbarian very little."—*An Autobiography* by Herbert Spencer. (London: Williams and Norgate, 1904).

* Reuter's representative at the British Head-quarters wired in January 1915 to say that "kill as many Germans as you can" was then the slogan in the trenches. *The Bystander* (Feb. 18, 1917) wrote :—"The duty of the moment, the Christian duty of the moment, as Father Bernard Vaughan has just informed his flock, is to kill Germans and again to kill Germans." The Archbishop of York speaking at a meeting of the Society for the Propagation of the Gospel held in London on April 22, 1915, said :—"No doubt the Christian Church was being judged by this out-break of the lawless forces of war for its failure to influence, as it might have

জাত্যভিমান জগতে অনেক অনিষ্টের হেতু। ঐ সূত্রেই হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ ও বিপ্লব ইত্যাদির উৎপত্তি। ভারতবর্ষেও ঐ কারণে অনেক অনিষ্ট ঘটেচে। ইউরোপে ভেদাভেদ বাহ্যিক বর্ণ-হিসাবে, ধর্ম্ম-ঘটিত নয়,—শ্বেতাঙ্গেরা অপর বর্ণের লোক হতে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী-ভুক্ত। বর্ত্তমান ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ভেদাভেদ ধর্ম্ম-মূলক, বর্ণ-মূলক নয়। হিন্দুদের জাতিবিভাগ ধর্ম্মমূলক হলেও তারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর হস্তক্ষেপ ক'রতে চায় না; সে জন্য তারা স্বেচ্ছা-ক্রমে নিজ গণ্ডির বাহিরে অশান্তি বিস্তার করে না। তারা যে ভাবে জাতিভেদ সৃষ্টি করেচে তাতে নিজেদের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটেচে সন্দেহ নাই কিন্তু তাতে একটা বিশ্বব্যাপী বিগ্রহ কখনও ঘটেনি ও ঘটবার সম্ভাবনাও নেই। হিন্দু-ধর্ম্ম আত্মঘাতী বটে কিন্তু পরদ্বেষী নয়। সকল দেশেই শ্রেণী-ভেদ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন ক'রতে গিয়ে বর্ণভেদ বংশপরম্পরাগত করেই দেশের অমঙ্গল ঘটিয়েচে। হিন্দুরা স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী আর সকলকেই অনন্ত নরক-ভোগ করতে হবে হিন্দু-ধর্ম্ম এরূপ শিক্ষা দেয় না। শাপ-গ্রস্ত হয়ে কোন জাতি-বিশেষকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অপর জাতির দাসত্ব করতে হবে হিন্দু-ধর্ম্ম এরূপ শিক্ষাও দেয় না। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারাই জগতের সর্ব্বনাশ প্রকৃতপক্ষে সাধিত হয়েচে ও হচ্চে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী অনেকেই এতদূর অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে পড়েন যে ভগবানের সৃষ্টিতে সার্ব্বজনীন

done, the life of the nation." Dr. Watts-Ditchfield, Bishop of Chelmsford, in the course of an address at a United Intercession service held in Queen's Hall, London, under the auspices of the World's Evangelical Alliance early in 1916 said :—"When we look at Europe to-day it is the greatest reproof the Church has ever had. Can anyone lay this awful war at the door of anyone more responsible than the Christian Church ?"

সাম্য কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। তাঁরা সদর্পে বলে থাকেন যে শ্বেতাঙ্গের বশীভূত থাকবার জন্যই কৃষ্ণকায় জাতির সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতার *Englishman* সংবাদপত্রে কিছুদিন আগে জনৈক সাহেব যা' লিখেছিলেন তা' উদ্ধৃত করা গেল :—"It should be realised that for over 3000 years history has brutally demonstrated that the Negro is inferior to the white man. By nature, then, men are not all equal, 'there is nothing so certain as the natural inequality of men.' 'God made all men equal is a fine sounding phrase, and has also done good service in its day—but it is not a scientific fact.' Briefly it is one of those catch-phrases which stand for the expression of an idle sentiment. Moreover, the equality of all men is a false and dangerous doctrine to promulgate in a country where out of 315 millions of inhabitants barely one and a half millions can be described as literate in our Census Reports......Let us realize that all men are *not* equal, and that some men are born to be ruled, and others to govern them." (*The Englishman*, June 10,1919) এই উদারচেতা লেখক তিন হাজার বৎসরের হিসাব নিকাশ করেছেন কিন্তু তাঁর কি ঠিকে ভুল হয় নি ? এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যেই কি আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মিসর ও ফিনিসিয়া দেশবাসী জগতে সভ্যতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে নি ? যখন তাদের সভ্যতার আলোকে জগৎ প্লাবিত করে ফেলেছিল তখন ইউরোপে শ্বেতাঙ্গ-

গণ কিরূপ সামাজিক ও নৈতিক অবস্থায় ছিলেন তাহা কি দাম্ভিক লেখক মহাশয় ইতিহাসে পড়েন নাই? কোন্ ধর্ম্মের শিক্ষা প্রভাবে তিনি এইরূপ সঙ্কীর্ণতার বশীভূত হলেন? সকল মানুষকেই ঈশ্বর সমান ক'রে সৃষ্টি করেছেন (All men are created equal) *Englishman*এর লেখকের এই কথাটিতে গাত্র-দাহ উপস্থিত হয়েছে। ১৭৭৬ সালে জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখে যে জগৎ বিখ্যাত ঘোষণাপত্র-দ্বারা আমেরিকা নিজ স্বাধীনতা স্থাপন করে তাতে এ ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট আছে :—"We hold these truths to be self-evident : That all men are created equal ; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights ; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed." ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সাম্যবাদ নিয়ে আমেরিকাতে একটি ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পবিত্র-চেতা Abraham Lincoln এবং তাঁরই ন্যায় উন্নত মতাবলম্বী কতিপয় লোক বলেন যে "all men" অর্থে নিগ্রোকেও বোঝায় এবং ধর্ম্মতঃ নিগ্রোকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার কোনই অধিকার নেই। কিন্তু আবার অধিকাংশ লোকেও সেই সঙ্গে যাজক সম্প্রদায় শাস্ত্র বাক্যের দোহাই দিয়ে বলেন "all men" অর্থে কেবল শ্বেতাঙ্গ বুঝতে হবে। তাঁদের মুখ-পাত্র স্বরূপ Senator (Judge) Douglas সাহেব ১৮৫৮ সালে বলেছিলেন :—"I do not believe that the signers of the Declaration of Independence had any reference to negroes when they used the expression that all men

were created equal, or that they had any reference to the Chinese, or Coolies, the Indians, the Japanese or any other inferior race. They were speaking of the white race, European race on this continent, and their descendants, and emigrants who should come here. They were speaking only of the white race, and never dreamed that their language would be construed to include the negro......I repeat that our whole history confirms the proposition that from the earliest settlement of the colonies down to the Declaration of Independence and the adoption of the Constitution of the United States, our fathers proceeded on the white basis, making the white people the governing race... He [Lincoln] thinks that the Almighty made the negro his equal and his brother. For my part, I do not consider the negro any kin of me, nor to any other white man." *Political Speeches & Debates of Abraham Lincoln* and *Stephen A. Douglas, 1854-61.* (International Tract Society, Battle Creek, Mich., 1895). সৌভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে অবশেষে ধর্ম্মের জয় হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই বিংশশতাব্দীতেও উক্ত Senatorএর মতাবলম্বী লোকের অভাব নেই।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম থেকে জগতের অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়েছে সে কথা অবশ্য সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবেন। কিন্তু মোটের উপর দেখতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্য দেশে উক্ত ধর্ম্ম জ্ঞানোন্নতির পথে নানা

প্রকারে বাধা দিয়েছে। সভ্যতাসূত্রে পাদ্রী মহোদয়গণ যে তাঁদের নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত।

জ্ঞানালোকের তীক্ষ্ণ-জ্যোতি বিকাশে ক্রমশঃ অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসের ঘন অন্ধকার তিরোহিত হয়ে আসছে। এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।* বাইবল পুস্তকের আদিখণ্ডে বিবৃত পৃথিবীর সৃজন বৃত্তান্ত এবং ঐ পুস্তকের দৈব উৎপত্তি ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে যাজক মণ্ডলীর মধ্যেও আজকাল গভীর গবেষণা চলছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের একটী প্রধান শিক্ষা এই যে ধর্ম্মাভিষেক বা Baptism নাহলে মানুষকে অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে। St. Augustine যিনি ইংলণ্ডে প্রথম খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করেন এবং যিনি Canterburyর প্রথম Archbishop হয়েছিলেন তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন যে সদ্যজাত শিশু এমন কি গর্ভস্থ সন্তানও যদি baptise না হয়ে মারা যায় তাহলেও তাদের দুর্গতি অনিবার্য্য। এরূপ শিক্ষা ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেকে অগ্রাহ্য করেন। †

আজকাল উচ্চভাবের ধর্ম্মালোচনা (Higher Criticism) গোঁড়ার দলকে বিব্রত করে তুলেচে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গণিত শাস্ত্রবিৎ Bishop Colenso একখানি পুস্তক রচনা করে বাইবলের পূর্ব্বখণ্ডের প্রথম ছয় অধ্যায়ের ভুলভ্রান্তি প্রাঞ্জলভাবে প্রতিপন্ন করে দেখিয়ে গোঁড়াদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং ঐ কারণে তাঁকে পদচ্যুত করবার বিশেষরূপ চেষ্টাও করা হয়েছিল; কিন্তু আজকাল সুবিজ্ঞ পাদ্রী Henson

---

* See Note XXVIII.

† "A theology which could declare that the unborn child would suffer eternal torment in the fires of hell for no crime other than that of its conception would be in our day impossible on merely emotional grounds. What was once deemed a mere truism would now be viewed with horror and indignation."—*The Great Illusion* by Norman Angell.

প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ খ্রীষ্টান যাজক বাইবল সম্বন্ধে এমন কি খৃষ্টের দেবত্ব সম্বন্ধে যেরূপ স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করেন সেরূপ কোন ব্যক্তি Spanish Inquisition বা Lutherএর সময় ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করলে তাঁর দশা যে কি হ'ত তা সহজেই অনুমেয়।* আপাততঃ যে ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা এগিয়ে চলেচে সেরূপ যদি বেশীদিন চলে তাহলে প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা কঠিন। পরিণাম ভালই হইবে এরূপ আশাকরা যেতে পারে।

আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপের সভ্যতা কোনো কালেই খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের বিশেষ মুখাপেক্ষী ছিল না বরং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কাছে অনেক সময়ে গুরুতর বাধা পেয়ে এসেছে। এমন অবস্থায় পাদ্রীসাহেবরা যখন বলেন, একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম্মই ইউরোপের জ্ঞানোন্নতির সোপান স্বরূপ তখন সে কথা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? বিলাতের আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক Bernard Shaw লিখেছেন:—"To offer a Hindoo so crude a theology as ours in exchange for his own, or our Jewish canonical literature as an improvement on Hindoo scripture is to offer old lamps for older ones in a market where the oldest lamps, like old furniture in England, are the most highly valued".

যাঁরা পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে নিজদোষে কলুষিত করে সুশিক্ষিত পাশ্চাত্যের পরিত্যক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করতে লালাইত হয়ে পড়েন তাঁদেরই লক্ষকরে বোধ হয় কবি-কুল-তিলক রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন:—

* See Note XXIX.

"............ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভার সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে।"

আমাদের গীতার কথাটি যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিঃ

" স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ শুন ধনঞ্জয়,
পরধর্ম্মে সর্ব্বদাই আছে মহাভয়।"

NOTES.

I.—"It is both wonderful and distressing that even under the influence of the most exalted religious excitement, any one should prefer the pleasure of listening to the pious exaggerations and fictions of missionaries and Exeter Hall orators, to that derived from the contemplation of improvements, however small, in the comforts, morals, and happiness of our dear countrymen at home."—*The Task of To-day* by Major Evans Bell (London : J. Watson 1852).

"It makes one's heart bleed to think of the wretched children in squalid English cities, giving their hard-earned pence to fatten missionaries and to murder natives by the unsuitable customs and virtues of a different civilization; it makes one shudder to think of the enormous sums of money wasted in building huge, gaudy churches, and supporting a political priestcraft here, while more heathens are killed in a day in the East End of London alone—at the very centre of Christendom—by cold, hunger, and by the cruel slavery and demoralisation of our unjust system of society, than would, in a year, miss happy, natural deaths in the whole of the vast South Pacific, were there not one missionary left."—*Brown Men and Women* (1898) by E. Reeves.

"The impartial in these matters will never be able to consider it as satisfactory that so large a volume of energy—we do not refer to the work of the missionaries themselves, but to the money subscribed at home to finance them—should be expended on an idea largely made up of religious conceptions that are generally felt to be altogether unsupportable."—*The Pioneer*, July 11, 1900.

"Nowhere in India—not even in the direst time of famine and pestilence—is there such utter depravity, such hopeless physical, moral and spiritual degradation as that which exists in the great commercial cities of Europe, and directly brought about by modern industrial methods."—*Basis for Artistic and Industrial Revival in India.* (Mr. E. B. Havell).

"Shall we go on conferring our civilization upon the Peoples that Sit in Darkness [*i.e.*, the heathens], or shall we give these poor things a rest ?......Would it not be prudent to get our civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of glass-beads and theology and Maxim guns and Hymn books, and trade-gin and torches of progress and enlightenment (patent adjustable ones, good to fire villages with upon occasion) and balance the books and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide whether to continue the business or sell out the property and start a new civilization scheme on the proceeds ?"—Mark Twain in the *North American Review* (1901).

"The Chinese were greatly puzzled as to how it was possible for people who were able to build locomotives and steamships to have a religion based on a belief in devils, ghosts, impossible miracles and all other absurdities and impossibilities peculiar to the religion taught by the missionaries."—Li Hung Chang. (*Li Hung Chang's Scrap Book*, compiled by Sir Hiram Maxim).

Extract from a review of a work on Indian Missions by Dr. R.N. Cust which appeared in the *Times Weekly Edition* (August 17, 1894) :—"The reckless falsities of the platform, and the gross misrepresentations of non-Christian faiths which supply the stock-in-trade of the lower type of the subscription-seeking missonary on his trips to England, these are the blemishes of missionary advocacy at home. Dr. Cust's pages may pain some, but they will profit many. He thinks the cause too good to be served by anything approaching an untruth. He laments that the sensationalism at home compels honestly-intentioned missionaries abroad to supply materials of a highly-coloured character and to strain facts to suit the British demand for heathen horrors."

II.—" But the doctrine of Incarnation throws everything into confusion. No part of it is thinkable. While the Second Person of the Trinity is in heaven with the First Person, the Third Person is alleged to have had intercouse with the Virgin Mary, and the resultant birth is the Second Person. At what moment, we ask,

did the Second Person leave the heaven where he had been from all eternity ? Was it at the Annunciation, or at birth, or at the beginning of his ministry ? "—*The Bible Untrustworthy* by Walter Jekyll, M. A. (London, Watts, 1904) p. 253.

" It seems less credible that the God whose immensity is uncircumscribed by space should have committed adultery with a carpenter's wife, than that some bold knaves or insane dupes had deceived the credulous multitude. "—Shelley in *A Refutation of Deism.* [See Paley's Evidences, vol. 1. chap. i].

" Anthropology puts utterly out of court the notion of a fall from primal innocence, on which the whole Christian scheme is based. Without that lapse into sin, where was the need for the atonement ? The fundamental concept of Christianity is that of Paradise Lost through ancestral error or crime, and Paradise Regained through a piacular sacrifice. But we now know of an absolute surety that Paradise never was lost—that there never was a catastrophic fall from a state of innocence. The innocence of our first parents was the innocence of the beasts. Sin was born with society..."—William Archer in the *R. P. Annual 1919.* (London : Watts).

III.—" Never before was Europe the theatre of such ceaseless and sanguinary wars ; never were the people so brutalised by ignorance and debased by slavery. I will admit that one prediction of Jesus Christ has been indisputably fulfilled. *I come not to bring peace upon earth, but a sword.* [Matt. x—34]. Christianity indeed has equalled Judaism in the atrocities and exceeded it in the extent of its desolation."—*A Refutation of Deism* (Shelley).

" The Church appropriated the vices, but not the virtues, of the barbarians. It imitated and surpassed their cruelty ; it did not attempt to rival them in moral purity......Papal pretensions were carried to the highest pitch by Gregory VII, who first assumed the exclusive title of Pope. He and his successors claimed to be lords of the universe and links between the divine and the human, arbiters of the fate of empires and the destinies of the race, rulers of

kings and princes, regulating not only their religion, but their state policy and domestic life.........In the tenth century the Papacy reached the lowest depths of degradation. By the most nefarious intrigues it fell under the rule of some infamous women, the notorious prostitute Marozia and her mother and sister, who had sufficient influence to place their own bastards in the chair of St. Peter."—*Christianity and Civilization* by C. T. Gorham (London Watts, 1914).

"Christianity while professing to be a religion of love has always seemed to me in history and practice a religion of hate, with its jealous and revengeful Deity, its long record of religious wars and inquisitions, and its mutual reproaches between sects of being under the curse of eternal perdition."—Lafcadio Hearn.

IV. "No barbarian, no infidel, no Saracen ever perpetrated such wanton and cold-blooded atrocities of cruelty as the warriors of the cross of Christ"—Milman's *History of Latin Christianity* (London : Murray) ; iv, 188.

"In the eighth century Charlemagne made Christianity compulsory by killing those who refused to embrace it ; and though this made an end of the voluntary character of conversion, Charlemagne may claim to be the first Christian who put men to death for any point of doctrine that really mattered. From his time onward the history of Christian controversy reeks with blood and fire, torture and warfare. The Crusades, the persecutions in Albi and elsewhere, the Inquisition, the 'wars of religion,' which followed the Reformation, all presented themselves as Christian phenomena." —Bernard Shaw in *Androcles and the Lion.*

"In the conduct of the Christians to the rest of the world or to one another Ammianus says that no savage beasts could equal its cruelty. Ammianus was a Pagan, but St. Gregory Nazianzen, endorsing this, says that the Kingdom of Heaven was converted into the image of chaos ; it was like hell."—Edward Clodd's *Gibbon and Christianity.* (London : Watts, 1916).

"When people who are without knowledge exult over the

establishment of these so-called Christian States out of the ruin of the Turkish Empire, they entirely overlook the fact that their establishment has always been marked by the most brutal cruelty and often extermination, towards other races and creeds. Thus the Bulgarians after the Russian invasion ruthlessly drove out three-fourths and practically destroyed one-half of the peaceful Mussulman population of Bulgaria and Eastern Roumelia. Over a million innocent Mahometans, mostly women and children, then perished...... After all, these unfortunate Mussalmans have just as much right to live and flourish and possess their lands and cultivate their crops as their 'Christian' neighbours. They are far more temperate, honest, brave, patient and industrious than the great majority of so-called Christians, who give themselves such airs of superiority, and whom their ignorant admirers in this country praise so recklessly."—*The Battlefields of Thessalay* by Sir Ellis Ashmead-Bartlett M. P. (London : Murray, 1897).

V. "The claim so persistently made during medieval times that the clerical order should be exempt from civil punishment for crime is morally indefensible............This immunity was claimed on the ground that the priest 'made God' and therefore that the redeemer who dwelt in the body of the priest could not be delivered to the defiling jurisdiction of the secular State..........They [the clergy] were in the habit of commuting offences tried in their courts for fines in money, from which the Church derived a revenue greater than that of the king. Their moral laxity would have been considered shameful in the most dissolute layman. It is said that the Prior-elect of Canterbury had seventeen bastard children in one village. Benefices were openly farmed out and sold. For the administration of the sacraments fees were often demanded. The clergy carried weapons, and frequented taverns and places of greater disrepute; they were notorious violators of the laws against deer-stealing. It is recorded by Mosheim that between the years 1154 and 1163 no fewer than a hundred murders had been committed in England by ecclesiastics, for which they had never been

called to account, while their unpunished sexual crimes were of almost daily occurrence."—*Christianity and Civilization.*

"In Spain the seduction of female penitents by their confessors was a prevailing vice which no penalties could suppress......The quibbling manner in which the Papal bulls were interpreted is shown by the fact that up to 1622 the prohibition had extended only to seduction in the act of hearing confessions—a regulation that gave confessors a margin of safety which they were not slow to utilize."—Gorham's *Spanish Inquisition.*

"When about the middle of the nineteenth century, evidence was being found of man's existence upon the earth for a period long anterior to the seven thousand years or so of the Semitic tradition, it was regarded with suspicion by men of science as well as the world in general......The importance of these discoveries was readily recognised by geologists; but such revolutionary views as to the remote antiquity of man naturally met with much opposition from the guardians of traditional teaching."—*Discovery or the Spirit and Service of Science.* (London : Macmillan, 1917).

"In the bold appeal which Roger Bacon made to experiment and the observation of Nature, he stood out as the champion of unfettered inquiry in a period of scientific stagnation, and he suffered persecution, banishment and imprisonment for his temerity."—*Ibid.*

"The action of the Inquisition in forcing Galileo to deny the evidence of his own senses cannot be condemned too strongly ; but the fact that the Church of Rome was responsible for the recantation may almost be said to have been incidental. Had the Salvation Army or a council of politicians possessed the same powers in tbose days they would probably have been just as active in crushing what was believed to be a pestiferous doctrine for which the people were not prepared and which was, therefore, a danger to the State."—*Ibid.*

"Thirty-three years before Galileo had been brought before the Inquisition, Bruno had declared to the same body his philosophical

creed in unmistakable terms......For teaching these doctrines Bruno was handed over to the governor of Rome in 1600, with the usual recommendation that he be punished 'with as great clemency as possible, and without effusion of blood'—an equivocal form of words which signified burning at the stake."—*Ibid.*

"Newton's experiments with a glass prism were marvels of accurate study and cautious conclusion, yet they brought him more trouble than praise......No wonder such opposition was disturbing to Newton, and that it almost made him decide to do no work except for his private satisfaction. 'I was so persecuted with discussions arising out of my theory of light,' he wrote in 1675, 'that I blamed my own impudence for parting with so substantial a blessing as my quiet to run after a shadow'; and a year later he remarked, 'I see a man must either resolve to put out nothing new, or to become a slave to defend it.'"—*Ibid.*

Professor Tyndall writes:—"Through all the history of thought we find that physical science in past times exerted scarcely any influence in determining any of the great questions of life. Philosophy, comprehending within itself theology was the sole mistress of the human mind. The physical sciences were deemed poor, despised elements, informing one of nothing but a few facts relating to dead and inert matter. Those who cultivated them were deemed as poor in spirit as were the sciences in their subjects. No one cared to listen to them, no one honoured them. If a man succeeded in making any great discoveries which gave him a control over any of the forces of nature, so much the worse for him; he did it, not by research, but by converse with the evil one; and he might bless his fate if he had not to answer before an ecclesiastical tribunal the charge of dealing with the black arts. Within the last few centuries only has a change come over men's natures in this respect. By slow degrees at first, science won for itself a hearing, then inquiry, then respect; within the last hundred years it has made rapid progress, and at last, in our own day, has obtained a position which

enables it to assert an equality to, if not a superiority over, the philosophy which so long kept it in the shade."

VI.—"They [the Protestant Reformers] gave up Transubstantiation, the worship of the Virgin Mary and the saints, the veneration of relics, and faith in daily miracles ; but they clung firmly to, and imposed on future generations, the belief in demoniacal possession and the verbal inspiration of a collection of ancient and fallible writings. On these subjects the Protestant countries in the sixteenth and seventeenth centuries were dominated by a credulity which differed little from that of the Dark Ages. Faith divorced from reason broke out into the witchcraft mania, and vast numbers of innocent persons, mostly women, were put to death with atrocious cruelty. How was it that the moral vigour of Protestantism did not prevent these barbarities ? Because the Reformers held the Bible to be above reason."—*Christianity and Civilization.*

VII.—"The Swiss, Belgian, Scottish and Saxon Confessions asserted the right of the civil magistrate to punish heresy. Luther distinctly maintained this, though he had advocated toleration when his translation of the New Testament was condemned...... Calvin, Beza and Jurieu wrote books to prove that persecution was lawful......With the exception of Zuinglius, Socinus and Castellio all the Protestant Reformers advocated persecution. Castellio was the only eminent man who denounced the murder of Servetus, an achievement applauded by all sections of Protestantism."—*Christianity and Civilization.*

"Make a faith or a dogma absolute and persecution becomes a logical consequence ; and Dominican burns a Jew, or Calvin an Arian, or Nero a Christian, or Elizabeth or Mary a Papist or Protestant, or their father both or either according to his humour ; and acting without any pangs of remorse,—but on the contrary, with strict notions of duty fulfilled."—Thackeray (*Pendennis*).

VIII.—"Descartes lived and died a good catholic, and prided himself upon having demonstrated the existence of God and of

the soul of man. As a reward for his exertions his old friends the Jesuits put his work upon the 'Index,' and called him an Atheist; while the Protestant divines of Holland declared him to be both a Jesuit and an Atheist. His books narrowly escaped being burnt by the hangman; the fate of Vanini was dangled before his eyes; and the misfortunes of Galileo so alarmed him that he well-nigh renounced the pursuits by which the world has so greatly benefited and was driven into subterfuges and evasions which were not worthy of him.........There are one or two living men who, a couple of centuries hence, will be remembered as Descartes is now, because they have produced great thoughts which will live and grow as long as mankind lasts. If the twenty-first century studies their history it will find that the Christianity of the middle of the nineteenth century recognized them only as objects of vilification."—Huxley. (*Lay Sermons*).

IX. "Although modern Protestantism has never pretended to miraculous powers, yet Protestant pious frauds have always abounded and abound in the present day. It is a gross fraud to gloss over and conceal the infamous characters and obviously interested motives of many of the principal actors in the Reformation, in England particularly, as Protestant writers have done. Awful interpositions of Providence, exaggerated and fictitious accounts of death-bed scenes, both of believers and infidels, the lying reports of missionaries, and in particular, the long evangelical speeches they are so fond of putting into the mouths of their converts, are instances of Protestant pious frauds. Such are also some outrageous falsehoods and misrepresentations regarding Catholic doctrines and practice."—*The Task of To-day.*

X. "The present undoubted superiority of European nations, though much overrated, cannot be justly attributed to the Christian religion, but to far different causes, of which the principal one is the superior energy and activity of the races of which they are composed. Were the Crusaders more virtuous than the Saracens? Was it Christian morality that prompted those unjust, unprovoked

wars, and useless bloodshed? Were the Christian Spaniards more virtuous than the Moors whom they expelled from Spain? Did Christian morality teach Catholics and Protestants to burn, hang and torture heretics? Will any candid person assert that it was Christian morality that taught them gradually to *abandon* this practice?"—*The Task of To-day.*

XI. "The exertions of Locke, Hume, Gibbon, Voltaire, Rousseau and their disciples, in favour of oppressed and deluded humanity, are entitled to the gratitude of mankind. Yet it is easy to calculate the degree of moral and intellectual improvement which the world would have exhibited, had they never lived. A little more nonsense would have been talked for a century or two; and perhaps a few more men, women and children burnt as heretics."—*Selected Prose Works of Shelley.* (London : Watts and Co., 1915), p. 108. Again :—"The modern nations of the civilised world owe the progress which they have made—as well in those physical sciences in which they have already excelled their masters, as in the moral and intellectual inquiries, in which, with all the advantage of the experience of the latter, it can scarcely be said that they have yet equalled them—to what is called the revival of learning; that is, the study of the writers of the age which preceded and immediately followed the government of Pericles, or of subsequent writers, who were, so to speak, the rivers flowing from those immortal fountains." (P. 123).

"In every country, my friend, the bonzes, the brahmins, and the priests deceive the people; all reformations begin from the laity."—Goldsmith (*The Citizen of the World.*)

"The influence of theology for centuries numbed and paralysed the intellect of Europe.......The pagan literature of antiquity and the Mohammedan school of science were the chief agencies in resuscitating the dormant energies of Christendom."—*History of European Morals*, Vol. II, 17, (Lecky).

"Muhammadanism, like contemporary Christianity, at first despised Science. Nevertheless, in Mesopotamia some Persian In-

fluence mingled with the nonsense of ignorant Arabia, and intervened actually to save the science of the Greek and Roman philosophers from positive extinction. We must thank the Muhammadan East and Muhammadan West (in Spain and Barbary) for maintaining the continuance of Science as a living force until renascent Europe could once more take the lamp from the hands of Islam."—Sir Harry H. Johnston in *A Generation of Religious Progress.* (London : Watts, 1916).

"In mathematics the Arabians acknowledged their indebtedness to two sources, Greek and Indian, but they greatly improved upon both.........From the Hindus the Arabs learnt arithmetic, especially that valuable invention termed by us the Arabic numerals, but honourably ascribed by them to its proper source under the designation of 'Indian numerals' ?"—*The Intellectual Development of Europe* (Draper).

"In this nineteenth century, as at the dawn of modern physical science, the cosmogony of the semi-barbarous Hebrew is the incubus of the philosopher and the opprobrium of the orthodox. Who shall number the patient and earnest seekers after truth, from the days of Galileo until now, whose lives have been embittered and their good name blasted by the mistaken zeal of Bibliolaters ? Who shall count the host of weaker men whose sense of truth has been destroyed in the effort to harmonize impossibilities—whose life has been wasted in the attempt to force the generous new wine of Science into the old bottles of Judaism, compelled by the outcry of the strong party ? It is true that if philosophers have suffered, their cause has been amply avenged. Extinguished theologians lie about the cradle of every science as the strangled snakes beside that of Hercules ; and history records that whenever science and orthodoxy have been fairly opposed, the latter has been forced to retire from the lists, bleeding and crushed, if not annihilated ; scotched, if not slain. But orthodoxy is the Bourbon of the world of thought. It learns not, neither can it forget ; and though at present, bewildered and afraid to move, it is as willing as ever to

insist that the first chapter of Genesis contains the beginning and end of sound science; and to visit, with such petty thunderbolts as its half-paralysed hands can hurl those who refuse to degrade Nature to the level of primitive Judaism."—*Lay Sermons*, (Huxley).

"In our conceptions of Religion we remained with the dogma of the Earth being everything and the Universe merely an appendage, not only down to three hundred years ago, but over the vast proportion of humanity down to the present day. So little is astronomy taught in our schools and colleges, so little does it enter into the conceptions, say, of the agricultural labourer or even the artisan, among Christian peoples—the masses, in short—that they are still in their unformed speculations convinced that this little grain of dust in a Universe immeasurably vast is the end-all and be-all of everything."—Sir Harry Johnston. (*A Generation of Religious Progress.*)

"Traditional education has, owing to causes which are not far to seek, deprived the well-to-do class of a knowledge of, and interest in, Man's relation to Nature, and of his power to control natural processes.........To effect this democracy will demand that those who carry on public affairs shall not be persons solely acquainted with the elegant fancies and stories of past ages, but shall be trained in the acquisition of natural knowledge and keenly active in the skilful application of Nature-control to the development of the well-being of the community."—*The Kingdom of Man* by Sir Ray Lankester.

XII. "The conflict of science and religion is one of long standing: and though the advocates of the former have sometimes gravely erred in dogmatising about subjects outside the range of research in either the laboratory or the museum, the advocates of the latter were, on the whole, the more frequent offenders. Let me quote one or two instances. Every school, whether Christian or secular, now agrees in teaching that the earth is a globe; yet two eminent Fathers of the Church, in the fourth century repudiated that opinion, and even at the end of the fifteenth century Pope

Alexander ignored the fact after it had been proved by circumnavigation. Yet later than this, leaders in the Reformed no less than in the Roman Catholic Churches denounced those who maintained the sun, not the earth, to be centre of our planetary system. For asserting the former Copernicus, Kepler and Galileo were persecuted—the last severely. From a very early date the Professors of Chemistry and Physics, of Anatomy and Medicine felt the burden of ecclesiastical displeasure. Little more than a century ago vaccination was denounced, not as ineffective, but as wicked, while some now living can remember what was said about the use of anæsthetics. Geology, that still useful science, was always regarded with disfavour. In 1878 the publication of a small manual by a well-known religious society, though it said no more than every educated Christian would now accept, excited the wrath of not a few who posed as defenders of religion, and the older among us can remember how the *Origin of Species*, which made its first appearance in 1859, was assailed with far more zeal than knowledge."—Report of Canon Bonney's Sermon reproduced from an English paper by the *Statesman*, October 18,1915.

"In the eighteenth century inoculation against small-pox was condemned by the French theologians of the Sorbonne, and by a large number of the English clergy, some of whom, on Biblical authority, thought it a diabolical practice, and an 'encroachment on the prerogatives of Jehovah, whose right it is to wound and smite'."—*Christianity and Civilization.*

XIII. "For a long time Copernicus dared not publish the truth about the solar system, and seventy years after his death his book was formally condemned by the Roman Curia and put into the *Index*, the accuracy of which was guaranteed by papal bull. The Protestants imitated the example; Luther denounced Copernicus as a fool and an upstart astrologer, while Melancthon considered him devoid of honesty and decency, and Calvin wanted to know who would place the authority of Copernicus above that of the Holy Spirit. The Bible declared that the earth stood fast, and that Joshua

had commanded the sun to stand still. That was sufficient for the good Reformers,* and the University of Wittenberg kept out of sight the facts revealed by the telescope......Galileo was the arch-infidel and atheist, against whom the Archbishop of Pisa wrote bitterly, while privately professing admiration of his genius. The proposition that the sun does not go round the earth was condemned as 'foolish, absurd, false in theology, 'and heretical, because expressly contrary to Holy Scripture.' By order of the Pope, Galileo was brought before the Inquisition, and his subsequent recantation is too well known to need description."—*Christianity and Civilization.*

"Even in the nineteenth century scientific gatherings in Italy were forbidden by the popes; many Catholic universities, especially in Spain, excluded the Newtonian system."—*Christianity and Civilization.*

XIV. "During a considerable period of the history of the Christian Church, and by many of its principal authorities, the study of natural philosophy was not only disregarded but discommended."—*Inductive Science*, vol.I, 268. (Whewell).

"The philosophy of Newton and the metaphysics of Locke appeared; but, like all new truths, they were at once received with opposition and contempt."—Goldsmith (*The Bee*).

XV. "Finally, let us ask why it is that the old superstitions have so suddenly lost countenance that although, to the utter disgrace of the nation's leaders and rulers the laws by which persecutors can destroy or gag all freedom of thought and speech in these matters are still unrepealed and ready to the hand of our bigots and fanatics (quite recently a respectable shopkeeper was convicted of 'blasphemy' for saying that if a modern girl accounted for an illicit pregnancy by saying she had conceived of the Holy Ghost, we should know what to think; a remark which would never have occurred to him had he been properly taught how the story was grafted on the gospel), yet somehow they are used only against poor men, and that only in a half-hearted way."—Bernard Shaw in the Preface to *Androcles and the Lion.*

XVI.—"All this absurd opposition, not merely to science, but to common sense, was based on the most literal interpretation of Genesis and in reliance on Augustine's dictum that nothing should be accepted save on the authority of scripture. Burton, Whiston, Wesley, Adam Clarke, Richard Watson, and many more, held that before the sin of Adam there were no convulsions of the earth, no serpents, no thorns and thistles, no labour and no death; that earthquakes were caused by human sin; that geology was a black and dangerous art, an awful evasion of revealed truth, and an attempt to depose the Creator from his office. For her researches in physical geography Mary Somerville was denounced by name by Dean Cockburn, who also visited with severe disapproval the British Association for the Advancement of Science."—*Christianity and Civilization.*

XVII.—"The dogma of the verbal inspiration of the Bible gave a terrible force to the command that witches should be destroyed. A papal bull of 1484, in obedience to this injunction, ordered a general persecution of witches, and in a few years Catholics and Protestants rivalled one another in murdering old women. Luther and Bodin were at one with the popes and bishops in their denunciations of the crime of witchcraft; and while astronomy was dissolving to nothingness the 'Prince of the power of the air,' a long line of theologians were contending for his reality. Among them were Casaubon, Henry More, Cudworth, Glanvil, Richard Baxter, the Mathers in America and John Wesley, who declared that to give up witchcraft was in effect to give up the Bible."—*Christianity and Civilization.*

"Witchcraft is not dead......It is true said Mr. A. R. Wright, the editor of *Folk Lore*, that the black or evil witch has largely disappeared, but the white witch, to whom villagers resort for the cure of all manner of diseases, still survives in Yorkshire and in many other parts of England."—Reproduced from an English Paper in the *Indian Daily News*, 10-12-13.

" Something old and something new,
Something borrowed and something blue."

So runs the rhyme; and even the most advanced of womankind who deigns to enter the holy state of matrimony and scoffs at superstition yields to this one and obeys it in the hope that by adding these items to her bridal array ill-luck may be avoided and happiness and good fortune grow from 'more to more' in her new life......In some country districts every scrap of green is taboo at a wedding. 'After green comes black' is a popular superstition.........Woe betide the maid who dares to try on her wedding gown before the auspicious hour. To obviate the dire calamities which would inevitably follow such a proceeding some part is left unfinished when the final survey and inspection is made.

An umbrella should never be opened indoors.

Never let a baby gaze into a mirror till it is a year old.

There is an almost universal belief that Friday is an unlucky day. [This arises from the fact that for centuries Fridays had been chosen for executions.]

Many women in England will neither wear green themselves nor let their daughters wear it. 'Wear green, wear black.'

The mother's phrase 'Kiss the place and make it well' goes back to the days when the only doctors were sorcerers.

At the sight of the new moon a man turns over his money, and people refuse to look at it through glass. Many people regard it as unlucky to walk under a ladder.

Dislike to thirteen at table, the belief that spilling the salt is unlucky are very common superstitions. [Notes from an English Paper. See also the *Indian Daily News*, 23-12-11].

"In the Middle Ages the black cat was supposed to be the outcome of the Devil's attempt at creation, and those which belonged to old women were regarded with a great amount of suspicion....... In some parts black cats are considered to bring good luck, and in the North of England some years ago sailors' wives always endeavoured to have one in the belief that they would ensure the safety

of their husbands at sea. 'Whenever the cat o' the house is black, the lasses o' lovers will have no lack,' is a well-known Lancashire proverb. In Cornwall there is a superstition that the sties that come on children's eyelids can be cured by passing the tail of a cat nine times over the place; if the cat is a male, the cure is considered more certain."—*The Ladies' Field*, Feb. 3, 1917.

XVIII.—" Disbelieving in the efficacy of magic, and arguing that human knowledge was incomplete, he [Roger Bacon] fell under the displeasure of the Franciscan Order, to which he belonged, and an imprisonment of fourteen years rewarded his premature investigations. Chemistry was long regarded as one of the 'seven devilish arts.' A papal bull of 1317 strongly condemned the practice of alchemy, in which modern chemistry found its origin......In 1624 the Parliament of Paris prohibited chemical studies."—*Christianity and Civilization.*

It was not until some time in the thirteenth century when, for the first time in Europe, "the faint revival of physical science, so long crushed as magic by the dominant ecclesiasticism......... introduced a spirit of scepticism, of doubt, of denial into the realms of unquestioning belief."—Green (*A Short History of the English People*).

XIX. " Buddhism enjoins temperance, honesty and benevolence, insists upon charity as the basis of worship, and calls on its followers to appease hunger by gentleness, and overcome evil by good."—*Christianity in Ceylon* by Sir J. Emerson Tennant.

" The most extravagant eulogies have been made upon the purity and sublimity of Christian morals, and the civilising influence they have exercised over a large portion of mankind. There does not appear to have been any lack of sublime moral precepts in every age and almost every nation......The greatest difficulty experienced by the Christian missionaries in Ceylon is from the exalted morals which form the articles of belief of the Buddhists."—*The Task of To-day*.

"The Indians are really the most tolerant nation of the world."—Niebuhr.

"The edicts [of Asoka] are full of lofty righteousness......obedience to parents ; kindness to children and friends ; mercy towards the brute creation ; indulgence to inferiors ; reverence towards the Brahmans and members of the order ; suppression of anger, passion, cruelty or extravagance ; generosity and tolerance and charity—such are the lessons which 'the kindly king, the delight of the gods' inculcates on his subjects."—*Buddhism* (T. W. Rhys-Davids).

"There is no reason to consider Asoka as an isolated phenomenon in early Indian history ; the rare glimpses afforded to us of Vikramaditya, Harsha and others, when the veil of deep obscurity which rests on pre-Mahomedan India is for a moment lifted, reveal to us a well governed prosperous land, with an enlightened administration, and a highly civilised population. Asoka's edicts would have been thrown away upon an ignorant, brutal or vicious nation. They confirm the statements made by such independent witnesses as Megasthenes in the third century B.C. and Hiuen Tsiang in the seventh century A. D. that in ancient India the standard of morality was extraordinarily high."—*Indian Historical Studies* by Prof. H. G. Rawlinson (London : Longmans Greens and Co., 1913).

XX.—"Nobler ideals of charity than those of the pagan moralists it is impossible to find. Consider these sayings of Seneca : 'This is the mark of a great and good mind—to aim, not at any fruit from its kind deeds, but at the kind deeds themselves.' 'We bid man to stretch out his hand to the shipwrecked, to show the erring their way, to divide his bread with the hungry.' 'Our pleasure is to benefit others, even at our own labour, provided we lighten the labour of others ; or at our own peril, provided we save others from peril ; or at our loss of fortune, provided we alleviate the necessities and distresses of others.' 'Someone is angry with you ; provoke him in return with kindnesses.' "—*Christianity and Civilization.*

" There is indeed, no fact more patent in history than that with the triumph of Christianity under Constantine the older and finer spirit of charity died out of the world, and gave place to an intolerance and bigotry which were its extreme antithesis, and which have only in recent years come to be mitigated—*Paganism and Christianity* by J. A. Farrer.

XXI. " A careful study of the history of religious toleration will prove that in every Christian country where it has been adopted it has been forced upon the clergy by the authority of the secular classes. At the present day it is still unknown to those nations among whom the ecclesiastical power is stronger than the temporal power "—*History of Civilization in England*, Vol. I.

" The improved and more stable morality of our civilization is of itself an argument in favour of what I call modern morality. If theological conceptions produce no better results than they did in the Middle Ages, when they were far more literally accepted than they are now, they clearly cannot command as much confidence as the appeal to reason. Moreover, the historian would probably admit that the humanitarian movement of to-day is rooted in the new doctrines of society that came to birth at the end of the eighteenth century, and in these doctrines religion is undoubtedly postponed to human welfare."—*Modern Morality and Modern Toleration* by E. S. P. Haynes (London : Watts, 1912).

" People were sent to prison for staying away from Church without satisfactory excuse so late as 1842"—*Penalties upon Opinion* (London : Watts & Co, 1912).

" In the early forties Mr. G. J. Holyoake was imprisoned for six months for Atheism—the only ground of accusation being a statement made by him at a public meeting that there were better uses for money than building churches."—*Religious Persecution* by E. S. P. Haynes (London : Watts & Co , 1906).

" In Spain the bishops are constantly urging the political extirpation of Freemasons and Agnostics ; across the Atlantic the Mormons have been stringently suppressed ; and in England legal

penalties bave been enforced against Christian Scientists."—*Ibid.*

"In 1883 the Society for the Suppression of Blasphemous Literature unsuccessfully set out to prosecute Messrs. Huxley, Tyndall, Swinburne, Spencer, Morley, Dr. Martineau and the publishers of Mill's works."—*Ibid.*

"Can Englishmen consistently boast of their freedom while they tolerate the medieval law relating to 'blasphemy'" ?—Edward Granville Eliot in the *Literary Guide*, January, 1920.

An Englishman who is a member of the Church of England and has spent several years as a political officer in Nigeria writes to the *East Anglian Daily Times* to say that tolerance "is not a prominent virtue of Christianity. In the various districts which I had to administer in Africa there were Christian missionaries of different sects, chiefly Church of England, Roman Catholic and Presbyterian. Of Pagans, Mohammedans and Christians, the last were by far the least tolerant—they could see no good in the two other religions, and they were often bitterly jealous of and antagonistic to one another." (Reproduced in the *Literary Guide* of London, March, 1920.

XXII. "The San Sebastian [Spain] municipal council having decided on Tuesday to abolish the popular diversion of baiting bulls tied to a rope, violent demonstrations have been made by the populace, who have stoned the town-hall and the houses of municipal councillors."—*The Times* [Weekly edition] January 17,1902.

"Hunting proper, that is the following of hounds of some sort, and especially of fox-hounds, seems to be more popular than ever. ...... In fact, some of the causes frequently cited as likely to put an end to hunting have in reality greatly contributed to its increase."—*The Times*, November 3,1903.

"That hunting the fox is not antagonistic to Christianity is the considered judgment of the Archbishop of York, and it has no doubt brought considerable relief to the more thoughtful minds of Yorkshire Tory squires. Fox-hunting was once part and parcel

of the national Religion in company with the Union Jack, God Save the King, Roast beef and plum-pudding and 'never say die', but of late the Anglican divine was supposed to disapprove of the undignified nature of the occupation, and that the sight of a holy man on horseback was not quite consonant with the traditions of Galilee. Parson Jack Russell was supposed to be heterodox. However, now that Archbishop Lang has stated *ex cathedra* that it is permissible we take it that the question of dignitv or otherwise will no longer arise. That it is not cruel is, we believe, also agreed to. It only wants now a special service on the opening day like the opening day of stag-hunting gets, in some parts of France."—*The Indian Daily News*, December 10, 1913.

"Cruelty to animals is increasing to an alarming extent; cruelty to horses has become so common as to pass unnoticed, as often as not in our streets. The starved dog excites but little pity. Those who keep their eyes open will see such sights nowadays that may well make them wonder to what favour we shall come by and by when the men come home, and their undisciplined children are grown up, if war has brutalised us at home to this extent in four years......The increase of cruelty, the callous indifference that is being shown to the sufferings of helpless animals, cannot but tend to brutalise by degrees the whole nation, and presently we shall find that we have in our midst, as we say, an enemy of our own making—a dragon which we shall need another St. George to slay......A nation that is brutal to helpless animals is uncivilised and a people who can endure the sight of ill-treated beasts must lack the qualities which make them to be respected."—*Lady's Pictorial* (1918).

XXIII. Dr. Louis Robinson writing in 1894 (*Fortnightly Review*) about the cruelty of sport said that men like Descartes (in the 17th century) who were the leaders of thought of their age and who had studied both natural history and general philosophy, held that brute beasts were non-sentient automata. Dr. Robinson wrote :—"If we endeavour to trace the causes of the awakening

which has taken place among ourselves, we shall find that science has had far more to do with it than has religious teaching......It has been since science has shaken itself free from ecclesiastical leading-strings that the study of comparative physiology (together with the growth of the reflective spirit) has brought the truth home to us. The sensory and mental apparatus in man and in the lower animals have been shown to be so similar both in structure and in function that no one can now doubt that brutes feel pain when injured."

XXIV. "Brazil is the last remaining civilized land where slavery exists. It owns more slaves than any other civilized land ever possessed. Slavery existed in Brazil since the first colonization of South America by the Portuguese in 1531, the first slaves being the aboriginal races found peacefully living on that wonderful continent......In 1830 the Brazilian Government declared slave-trade to be piratical ; and in 1871 a law was passed totally abolishing the institution. But these have been practically wholly inoperative."—*The Times Weekly Ed.*, August 3, 1883.

" Down to 1805 the utmost punishment assigned by law to the murder of a black man was a fine of £11 sterling, and so many difficulties were in the way of conviction even if the murder was sudden and patent to all, that the law was hardly ever enforced."—*The Story of our Colonies* by H. R. Fox Bourne, p. 28.

" The corner-stone of the new Republic is the great truth that the Negro is inferior to the white man, and that slavery is his natural condition."—Alexander H. Stephens, Vice-President of the Southern Confederacy in 1861.

" The important fact remains that the colour line which began in America has spread to Great Britain and especially to its antipodean colonies. 'I have no principles, only prejudice', said Mr. E. Brough in one of his plays and that seems to be the state of a large part of the 'white world.' Common sense goes to the wall where prejudice is concerned, for prejudice is like fashion, it battens on ridicule."—*Indian Daily News*, May 20, 1914.

Under the heading "Free those Slaves," the *Indian Daily News* wrote :—"The other day, would-be settlers in German East Africa were warned as regards labour conditions in those regions. But not a voice has up to now been raised for the emancipation of the African slaves. At a rough calculation there are about 300,000 slaves in Africa. A shocking figure, no doubt, but very true. The League of Nations, it may not be generally known, is committed to the abolition of slave-owning and it is said that it will cost the League at least £400,000 to free the slaves of German East-Africa alone. But apart from German East-Africa, slave-owning flourishes in full vigour on the rest of the African continent. Portuguese Africa is no less an offender in this respect. It is shocking to hear that on the two Cocoa islands of St. Thome and Principe belonging to Portugal no fewer than 20,000 men, women and children are in a state of bondage. They are mostly on the plantations, but that fact does not detract from the heinousness of the crime of slave-owning. The conditions of life can hardly be called civilised. A home correspondent who takes interest in this subject gives the following statistics :—'The total number of children on the islands appears to be about 4,000 on 85 plantations. The birth rates are given in official documents, but the death rates are for some reason —perhaps a significant one—largely concealed, and are only produced from very few plantations. On 12 plantations the deaths of children for one month—a comparatively healthy one—were 24 ; on 14 plantations, 25 ; and on 15 plantations, 31 ; or upon this basis 24 deaths of children per plantation per annum over the 85 plantations, which would give the total deaths amongst the children as 2,040 out of 4000 a children's death rate of over 500 per 1,000 per annum. If these figures are challenged by the Portuguese slave-owners, then the most convincing way to challenge them is to produce the actual statistics upon all the plantations. The status of slaves in Portuguese West Africa differs in no material respect from those of the cotton and sugar plantations of 70 years ago.' Plantation or no plantation, slave-owning is in itself an outrage on

humanity and a gross insult to civilisation. The common excuse in Africa is that 'domestic slavery' is not so heinous and abominable as plantation slavery. We hold both are abominable and objectionable. Both are 'slave-trading.' The evil is rampant on the entire dark continent and although the local African chiefs keep the white settlers in countenance, one cannot get over the culpability of the practice. Lord Cromer fully realised the evil and condemned it in no measured terms. 'In a certain African territory' he once wrote, 'a white official recently boasted that in his capacity of 'Middleman' he had made over £10,000 in five years by trafficking in 'domestic' slaves, the process being on the basis of a capital bonus for all labour supplied to the contractors.' The League of Nations has a distinct duty here. Let it apply itself to this task first and if it succeeds in rousing African conscience in this respect, it will have deserved well of the civilised world. Its other task—that of making war impossible—may be put off for the present."—*Indian Daily News*, 14-11-19.

XXV. "It is undeniable that the sympathies of Englishmen as a whole, and with a few honourable exceptions, were with the South in the bitter struggle. Mr. Gladstone proved to be no wiser than his fellows.........They [the Southern States] had persuaded themselves that 'slavery was the corner-stone on which modern civilization would have to be based in all Christian countries, and were not only preaching openly that slavery was the right solution of the labour question in Europe as well as America, but had reopened the slave-trade with the African coast, and were landing cargoes of slaves in Charleston, although by their own law as well as that of Europe, the slave-trade was piracy. That the sympathies of Englishmen should have gone out towards these men as it did, is one of the most strange facts in modern history, and to Englishmen the most discreditable. Scotland was free from the reproach, as were the suffering workmen of Lancashire. It was the Metropolitan papers headed by the *Times* and the influential classes—the peers, great commoners and wealthy bankers and merchants of

England—who allied themselves with the Southern chivalry as it was called and would have made war upon Mr. Lincoln and the Northern States had it been possible for them to plunge the country into the crime."—*Statesman*, June 7, 1896.

XXVI. "The Americans of the United States and the Australians and the (white) people of Africa have a fine spirit of intolerance of strangers whose complexions are not of the right sort. The Americans do not molest Indians from India but abhor negroes. They also object to the yellow races. The Australians dislike Indians and Japs alike, while the Boers and South Africans think Indians poison."—*Indian Daily News*, April 16, 1913.

"To the Frenchman alone the native seems something of a man and a brother—a view which to us is novel though probably true. To the English the native is a man but by no means a brother. To the German the native is a Caliban only amenable to the argument of the lash."—*Africa*, by the Duke of Mecklenburg.

"The manner in which Christian nations often deal with non-Christian peoples is a disgrace to the Christian name. When the history of our time is written there will be no more stained or damning pages than those which tell the story of how the Christian nations dealt with Africa and Asia."—Dr. C. E. Jefferson in the *Constructive Quarterly* (Oxford Uuniversity Press) 1914.

"If we are to impress the East it must be rather by our public than our private morality. We should like to be able to show that the European nations as a whole, in their collective action towards those of the Orient, are inspired by lofty motives and are actuated by that regard for altruism, justice and legality which are among the elements of Christian civilization. It must be admitted from this point of view our missionaries will find a good deal to explain away. The conduct of the Most Christian Powers during the past few years has borne a striking resemblance to that of robber bands descending upon an unarmed and helpless population of peasants. So far from respecting the rights of other nations, they have exhibited the most complete and cynical disregard for them.

They have in fact asserted the claim of the strong to prey upon the weak, and the utter impotence of all ethical considerations in the face of armed force with a crude nakedness which few Eastern military conquerors could well have surpassed."—Mr. Sydney Low in the *Fortnightly Review* (1912).

An ex-Governor of German East Africa (fortunately now extinct) declared that "in Africa it is impossible to get on without cruelty." —*Quarterly Review* (1918).

XXVII. "Polygamy only began to disappear among the Jews in the fifth century B. C. And so curious was the influence of the Old Testament that several of the Fathers could not bring themselves to condemn it, and it was not officially suppressed by the Church until 1060 A D. Luther and the Reformers allowed it even later. Yet polygamy was one of the surest signs of a disdain of woman, and had been rejected by Greeks, Romans and barbarians long before the Hebrews began to perceive its enormity"—*Religion of Woman* by J. McCabe.

"In the whole feudal legislation women were placed in a much lower legal position than in the Pagan Empire."—*History of European Morals.* (London : Watts).

"In the fifth century the Councils began to close the door of the ministry effectualy against women. Few deaconesses can be found after that time. One by one the public functions were reserved for the clergy. Women were forbidden successively, to teach, to baptise, to preach, or take any order whatever......At the Council of Auxerre, in 578, the bishops forbade women, on account of their 'impurity,' to take the sacrament in their hands as men did."—*The Religion of Woman* by Joseph McCabe (London : Watts & Co., 1905).

"Women have till a very recent period had grave reason to complain of English legislation."—*Democracy and Liberty* (London : Longmans).

"Woman [under English Common Law, in Boston in the middle of the nineteenth century] could not hold any property, either earned or inherited......A woman, either married or unmarri-

ed, could hold no office of trust or power. She was not a person. She was not recognised as a citizen......The status of a married woman was little better than that of a domestic servant. By the English Common Law her husband was her lord and master."—Mrs. Cady Stanton's *History* of *Women's Suffrage.*

"The most bitter and outspoken enemies of women are found among clergymen and bishops of the Protestant religion."—*Woman's Bible* by Mrs. Cady Stanton.

"The social subordination of women stands out as an isolated fact in modern social institutions ; a solitary breach of what has become their fundamental law ; a single relic of an old world of thought and practice exploded in everything else, but retained in the one thing of most universal interest."—*The Subjection of Women*, p. 36.

"It was just those who most radically abandoned Christianity —Owen, Holyoake and Mill—that were the most logical and ungrudging in their plea for woman. It was the Mary Wollstonecrafts, Harriet Martineaus, Frances Wrights, George Eliots, Helen Taylors and Annie Besants that distinguished themselves by fearlessness and unselfishness."—*The Religion of Woman* (London : Watts).

"I conclude that the suggestion that gratitude is due to the Church from women is little short of grotesque. Only a reckless perversion of their social history could suffer it to be entertained for a moment."—*Ibid.*

In January 1920 the following conversation took place between Mr. Justice McCardie and Counsel in a Divorce case in England :—

The Judge : Apparently, before the Act of 1857, a wife was regarded as a species of chattel and the jury had to award damages to the owner of the property. Do you say the theory that the wife is a chattel still exists ?

Counsel : Yes, with some modifications.

Judge : Then you call her a quasi-chattel ! (Laughter).

"In all conscience there is enough to find fault with in the

Anglican Marriage Service. We do not wonder that many priests cut it short, or that many women have recourse to a Registrar's Office rather than submit to its established ritual. Take the reasons given why it says matrimony was ordained—(1) for the propagation of children ; (2) for a remedy against sin and to avoid fornication ; and only as third, (3) for the mutual society, help, and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity. Take the repetition by the woman, or on her behalf, of the vows to 'serve and obey.' Take the antiquated references to Abraham and Sarah, to Isaac and Rebecca, and to Adam and Eve. Take the final exhortation suggested as a substitute for a sermon, and try to realize the meaning of its oriental precepts about the obedience, submission, and subjection of women to men......"—*The Nation*, April 3, 1920.

XXVIII. "Gradually Science has triumphed in civilized countries. It emerged in open conflict with religion in the seventeenth century grew stronger and wiser in the eighteenth century and achieved its final triumph by the close of the nineteenth, most wonderful of all arbitrary centenary divisions of Man's history."—Sir Harry Johnston.

"Until the seventeenth century every mental discussion which philosophy pronounces to be essential to a legitimate research was almost uniformly branded as a sin, and a large proportion of the most deadly intellectual vices were deliberately inculcated as virtues."—Lecky.

Mr. Norman Angell in his well-known book entitled *The Great Illusion* says that the wider outlook in the West "is the result of somewhat larger conceptions, our wider reading."

"Europe received her law from pagan Rome. It was the Church which put out the lights of knowledge and encouraged a static condition of human society. The advent of the new religion [Christianity] was an intellectual catastrophe. Independent thought, which has always been the dynamo of progress, was crushed. Everything that the Church supported has been discredited ;

everything that it denounced as wrong has turned out to be right. It became the jailer of human reason."—*The Credentials of Faith* by William Romaine Paterson. (London : Watts, 1918).

"The application of exact knowledge in the different departments of human energy goes on increasing ; and it seems certain that the scientific spirit will gradually penetrate and inspire all forms of industrial and intellectual activity. What place will there then be for religion ?......Authority in religion is diminishing ; and men are less inclined to accept *ex cathedra* pronouncements than they ever were before."—*Pioneer*, January 24, 1902.

"Modern civilization will not allow itself to be hampered in its work by old religious institutions."—*Renan.*

"Western intellect is passing out of the stage in which the mass of it was content to accept its most essential beliefs upon the *ipse dixit* of a Priest."—Mr. F. C. O. Beaman I. C. S. in *East and West* (July 1902).

"Christian apologists are finding themselves harder and harder pressed by rationalists, until they are forced to make desperate efforts to reconcile the apparent contradictions and inconsistencies which abound in the Scriptures."—Bowerman.

"It has been the experience of English schools that when religion comes in at the front door, education goes out at the backdoor."—*Capital* (1913).

XXIX. " It is now clear to all students of the Bible that the first and second chapters of Genesis contain two narratives of the creation, side by side, differing from each other in almost every particular of time, place and order."—Dean Stanley (1915).

" You can hardly exaggerate the disaster it has been to the education of children that they have been taught to associate with religion, things about the Creation, the Flood, and the beginnings of our race which it was infallibly certain, when they grew up to read the literature of their time they would find false and would reject as alien to the whole trend of the philosophy, science and history of their time."—Bishop Gore, Bishop of Oxford (1917).

Bishop Gore again :—" The old Protestant orthodoxy stood by the sole and final authority of the Bible as the infallible word of God. But it is exactly this position which modern knowledge is making more and more impossible."—*Orders and Unity*, p. 191.

" Of the two doctrines, one of which maintains that Jesus Christ is God, and the other that he was a man like to ourselves, we hold here the latter. The first predicates the miraculous. It is not according to reason that the absolute God, and a man who lived and died as we live and die, should form one person......"—*Jesus and Modern Thought*, by the Rev. Stopford Brooke (London : Philip Green, 1894).

At the Church Congress held at Bristol on October 15,1903, the Bishop of Winchester said that the clergy saw now much more clearly than a century ago that the theology of the Old Testament must be handled with a strictly historical method. The morality of the Old Testament was now "recognised in the light of modern research as presenting no final or perfect standard." The imperfect condition of Israelitish morality was faithfully reflected in the Old Testament by the possession of slaves, the practice of polygamy, retaliatory murder, wars of extermination against the heathen and imprecatory denunciations. In the course of some discussion the Dean of Canterbury stated that " there was a very large school of critics, and he was afraid, the dominant school in this country [England] and in Germany, practically denying the historical character of a great part of the Old Testament." The Rev. Professor Sanday who dealt exclusively with the Gospels observed that in the treatment of the Gospel narrative "there was a general tendency to the denial of the Virgin Birth, to the restriction of miracles to the miracles of healing, and to the adoption of some form of vision-theory of the Resurrection." He added :—"Even the teaching of our Lord Himself was not spared."

"No section of the Church that counts for much now denies the facts of geology, and Darwinism is no longer regarded as the foe of the Christian faith. A great many of the clergy have accepted

the principle of criticism, and are prepared to apply it with some boldness at least to the Old Testament......Meanwhile, especially among younger men and women of fair education there is a wide-spread unsettlement and uneasiness. There is a vague feeling that the old orthodoxy is impossible ; people suspect that much that was once commonly believed is no longer tenable."—"Contentio Veritatis" issued by six Oxford Tutors in 1903.

"In the quarterly lesson book issued for the use of the Congregational Sunday Schools of Chicago, the children are taught that the Biblical account of the Creation is neither scientific nor historical, that the story of the fall is an allegory rather than a fact, that there is no scientific ground for accepting the statements in Genesis as to the age of Methuselah, and so forth and so forth." *The Review of Reviews* (Nov. 1901).

"The theory of dogmatic Christianity is that man has but one brief life between the two eternities and then goes to 'do nothing for ever and ever' in Heaven or to be eternally tormented in Hell. The thinking world takes a broader view of the mystery of Life and Death to-day, but 'Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again he cannot see the Kingdom of God' has not yet been so widely accepted as to permit the theory of reincarnation to be adopted as part of the orthodox Christian creed."—"Dagonet" in the *Referee* (1913).

"The conception of God has changed, is changing and will change. The Prussian conception of God and also of the Jews of the Dispersion is that of a tribal deity. The English National Anthem assumes that the Most High is British in sympathy and hostile to all aliens opposed to the King of England......For many conturies religion acted as a dictatorial and arbitrary mistress of society and of the individual. Severe moral discipline, obedience to prohibitions, rules, regulations, and the performance of ceremonies and rites imposed stringent laws on the use men made of their leisure and working time and of the money they earned or acquired All is changed in our day. Practically everybody is now his own

high priest, and looks into the Infinite for himself—unless he is a son of the Church."—"Vanoc" in the *Referee.* (1914)

"Intelligent Christians no longer listened as their fathers had to Old Testament stories which seemed to them incredible or even demoralising. They know that inspiration was no longer allowed by scholars to have any influence on interpretation, could not establish the truth of any statement as against historical science and could not authorise a doctrine which was against the reason and conscience of Christian men......The modern Christian ignored inspiration and canonicity and, taking the books on their merits, saw that they were very unequal, and that some, or parts of some, seemed far below the level of the best profane literature."—Report of Canon Henson's sermon in Westminster Abbey on March 4, 1904, published in the *Times Weekly Edition*, 11-3-04.

"It would be idle to deny that at this moment the credit of the Scriptures is seriously shaken in the public mind, nor can it be reasonably doubted that the tendencies in popular life at present prevailing are, in the main, hostile to the Christian tradition."—Canon Hensly Henson in the *Contemporary Review* (*1904*).

The Statesman [Weekly Edition, April 14, 1904] said that Lord Hugh Cecil told the House of Commons "in franker words than it often hears, that Christianity was at that very moment rapidly declining in England......The tenets of Christianity have become matters of doubt, and Christian morality, so far as it survives, does so by force of habit and not by force of faith. That this is in the main a fairly accurate description of the state of mind in England at the present time no one can honestly deny."

"There is a conflict between Church and State, and although the Church has to fight the battle from Christian teaching, although the Church has to bear the burden of advancing civilization, yet the world scoffs at it for its antiquated ideas—and the Church is despised."—The Rev. W. K. Firminger, reported in the *Statesman*, July 21, 1908.

"The truth of the Gospel history is now more widely doubted in

Europe than at any time since the conversion of Constantine. Every thinking person who has been brought up a Christian and desires to remain a Christian, yet who knows anything of what is passing in the world, is looking to be told on what evidence the New Testament claims to be received. The state of opinion proves of itself that the arguments hitherto offered produce no conviction."—Froude's *Short Studies on Great Subjects.*

" In all directions Nature was investigated, in all directions new methods of examination were yielding unexpected and beautiful results. On the ruins of its ivy-grown cathedrals Eccleciasticism, surprised and blinded by the breaking day, sat solemnly blinking at the light and life about it, absorbed in the recollection of the night that had passed, dreaming of new phantoms and delusions in its wished-for return, and vindictively striking its talons at any derisive assailant who incautiously approached too near."—*The Intellectual Development of Europe.* (*Draper*).

" It is pleasant to record fresh recognition on the part of a church body of the needs of the hour. The Federal Council of Churches in America, at its special meeting held in Cleveland last week, came out for industrial and social reform, which only a few years ago would have been deemed beyond the scope and purpose of any Church gathering......On the international side the Council favours a League of Nations, equality of race treatment and the adoption of a new Oriental policy for the United States so as to bring our policy in line with our preachments. It is a fine liberal programme but best of all it shows that after the madness of war the Church is beginning to see that it must act speedily if it is not to be included among the wreckage of the struggle."—*The Nation* (New York) 17-5-19.

Professor Gwatkin of Cambridge said in 1901:—" The field of battle had long been widening. Theological truth was not the whole truth. Science and history were God's words as well as scripture, and science claimed recognition from the seventeenth century onwards. Platonists were the precursors of newer and higher thought.

First astronomy, then geology, then the idea of evolution widened immeasurably our idea of God and now the critical study of history was beginning to throw new light on 'the methods of Civilization.'"

A special prayer meeting was held in the Queen's Hall, London, in 1911 in connection with the coronation of King George V. It was conducted by an archbishop, five bishops and leading representatives of Anglican and Free Churches. The following are extracts from the circular convening the meeting :—" There is sore need of a revival of true religion in our midst......Amongst other signs of irreligion at the present time many deeply regret the lessening of reverence for Holy Scripture ; the waning of a due observance of the Lord's Day; the sad prevalence of intemperance, gambling and impurity ; and the inordinate love of riches and pleasure." (*The Review of Reviews*, June 1911).

" The cause of religion is not flourishing, either in England or in the world, to-day. From all that we can see of things at home, and from all that we can hear of the armies abroad, it seems that the majority of men are occupying themselves very little with thoughts of religion."—*The Church Times*, March 9,1917.

Dr. Gilbert Murray, Regius Professor of Greek at Oxford, says :—" Probably throughout History the worst things ever done in the world on a large scale by decent people have been done in the name of religion, and I do not think that has entirely ceased to be true at the present day. All the Middle Ages held the strange and, to our judgment, the obviously insane belief that the normal result of religious error was eternal punishment......The record of early Christian and medieval persecutions which were the direct result of that one confident religious error comes curiously near to one's conception of the wickedness of the damned."—*Four Stages of Greek Religion*, p. 22.

The Rev. Dr. Griffith Jones, speaking at the London City Temple in April 1917 is stated to have publicly repudiated his former belief "in which most of us," he says, " were brought up," that every man's eternal destiny is settled by "whatever position he

was in at the moment of death." (See the London *Times*, April 9, 1917).

Dr. McTaggart says in *Some Dogmas of Religion* that "if the mass of Englishmen ceased to believe in any religion, many of them would lose much happiness by ceasing to believe in heaven, but many of them would gain much happiness by ceasing to believe in hell." (Quoted by Mr. R. F. Johnston in his *Letters to a Missionary* ; London: Watts & Co., 1918).

Dr. J. B. Pratt, who is an eminent authority on religious psychology is quoted by Mr. Johnston in his most poignant *Letters to a Missionary* as saying that " the most noticeable fact about the Christian doctrine of hell at the present time is that belief in it is rapidly disappearing......For a very large number of Christian people, who are in other respects quite orthodox, hell has become a kind of joke."

" Some few years ago the *Encyclopœdia Biblica* was issued, the purpose of which work was to ascertain the real facts and to state them. This book is the work of some of the greatest of the world's Biblical students, and it sums up, supported by a mass of learning, the conclusions of modern criticism. A glance at the list of contributors will show the large number of scholary churchmen who have abandoned the theory of the literal truth of the Bible. We learn from these volumes that the creation story originated in a stock of primitive myths common to the Semitic races, and is almost identical with the Babylonian myth ; that the very existence of the Old Testament patriarchs is uncertain ; that the whole book of Genesis is not history, but a narrative based on older records, long since lost ; that the story of Joseph was compiled in the seventh century B. C. ; that the book of Exodus is a legend, that it is doubtful whether Moses is the name of an individual or of a clan ; that the alleged origin of the Ten Commandments is purely traditional ; that it is very doubtful whether David wrote any of the Psalms ; that everything in the Gospels is uncertain ; that we do not know when Jesus was born, when he died, or who

was his father; that the supposed virgin birth has no evidence in its favour; that it is impossible to separate the truth from doubtful legend and symbolical embroidery in any of the Gospels; that the accounts of the Resurrection exhibit contraditions of the most glaring kind; that the view that the four gospels bearing the names of Matthew, Mark, Luke, and John were written by them and appeared thirty or forty years after the death of Jesus can no longer be maintained, nor can they be regarded as credible narratives; that the genuineness of the Pauline Epistles is far from clear. These and a hundred other conclusions can be found in the *Encyclopædia Biblica*, wherein eminent Christian scholars proclaim results quite contrary to the usual orthodox teachings."—*Some Religious Terms Simply Defined*, by E. L. Marsden (London: Watts & Co, 1914).

Canon Peter Green is quoted verbatim in the London *Literary Guide* (Jannuary, 1920) as saying:—" For the Church of England I have scarcely any hope. I do not fear in the least for the future of religion—men will always believe in God and turn to him—but that anything approaching the organization of established religion is likely to survive is a very doubtful thing."

Opinion of Mr. Robert Keable, who accompanied the Basuto labour battalion to France, quoted in the *Nation* (April 5, 1919): —" In the searchlight of this war, of religious failures in history it would be hard to find one more tragic and complete than the failure of the Established Church of England."

The Nation (April 5, 1919) reviews a book entitled "Faith of the Apostle's Creed" by Professor J. F. Bethune-Baker D. D. (London: Macmillan). The Professor says very plainly that there is "a resolute determination in the Church itself—far more widespread than is generally known— that such beliefs as the birth of our Lord from a Virgin, and His resurrection in the body which was laid in the tomb, shall not be treated as of the essence of the Faith of a Christian."

The writer on "Indian Affairs" in the *Times* says—"Modern

Christianity, after having had a hearing, has been decided against, and the habits associated with modern Christianity seem to the Indians to tend towards demoralization among tropical races." (*The Times*, June 1894).

Dr. Percy Gardner a learned theologian remarks on miracles in his *Historic View of the New Testament*: "If we can show that they rest on no sufficient evidence, and, further, that there was every probability that, whether actual or not, they would be reported, then we do, according to the canons of history, dismiss them from objective existence." Regarding prophecies he says :—"A careful critical examination of the circumstances of a past prophecy which is supposed to have met its fulfilment nearly always deprives it of its superhuman character, and leaves it either without foundation or easily explicable."

ADDENDUM.—Pp. 36-37 : Mr. Justice Darling, in passing judgment in the breach of promise case of Gamble vs. Sales remarked : "A great many people now regarded marriage as a mere trifle, and bigamy was only a little more serious ; but he did not take that view. Marriage in this country was still nominally a contract for life of two parties. Of course, he knew that that was not actually the case, when he thought of another department of that building, and in a short time, if it was not a contract for a year, he thought that was about as much as it would be."—Report reproduced in the *Indian Daily News*, April 24, 1920.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	belive	believe
২	২	প্রনিধান	প্রণিধান
২	১৮	প্রভু	প্রভু
৪	১৪	পাপগ্রস্থ	পাপগ্রস্ত
৪	১৫	দুর্ঘটনার	দুর্ঘটনার
৫	৫	জাতীর	জাতির
৫	১৫	crucifixions	crucifixion
৬	৪	প্রমান	প্রমাণ
৭	৮	দুর্দ্দশাগ্রস্থ	দুর্দ্দশাগ্রস্ত
৭	৯	করতলগ্রস্থ	করতলগ্রস্ত
৭	২১	do'nt	don't
৮	১১	তার	তাঁর
৮	২২	before hand	beforehand
৯	৮	ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
৯	২৩	*Chistianity*	*Christianity*
১০	২	সামচ্ছন্ন	সমাচ্ছন্ন
১০	১৬	স্মরনাপন্ন	শরণাপন্ন
১০	১৭	object	abject
১১	১৯	immitation	imitation
১২	১৭	জাতীর	জাতির
১২	২১	wore	were
১৩	১৯	characters	character
১৪	১	দাসত্ত্ব	দাসত্ব
১৪	১৫	now	none
১৫	২৪	*traite*	*Traite*
১৬	৩	গন্য	গণ্য
৩১	১	স্মরনাপন্ন	শরণাপন্ন